রাঁচি, বুধবার
17:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>099 >> 02 Maagh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯৯ >> << ০২রা, মাঘ ১৪৩০>>

হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করলো যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী রবিবার জানিয়েছে, লোহিত সাগরের দক্ষিণাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর একটি ডেস্ট্রয়ার লক্ষ্য করে, ইয়েমেনের হুথিনিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে নিক্ষেপ করা জাহাজবিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রকে গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বলেছে, বন্দর নগরী হোদেইদা উপকূলের কাছে ওই ক্ষেপণাস্ত্রকে গুলি করে নামিয়েছে তাদের যুদ্ধবিমান। সেন্টকম জানিয়েছে, কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। লোহিত সাগরে চলাচল করা জাহাজ লক্ষ্য করে কয়েক সপ্তাহ ধরে হামলা চালাচ্ছে ইরানের সাহায্যপুষ্ট হুথি গোষ্ঠী। হামলাগুলোকে তারা গাজা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে প্রচারণা বলে দাবি করেছে। ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষাকারী এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথে জাহাজ চলাচলকে ব্যাহত করেছে হুথিদের এসব হামলা। বহু আন্তর্জাতিক জাহাজ সংস্থা এই এলাকা এড়ানোর জন্য, দীর্ঘতর হলেও অন্য রুট বেছে নিচ্ছে।

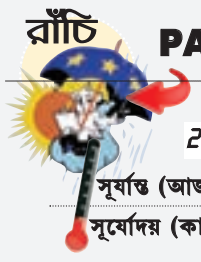

বাজার দর
SENSEX : 73128.77 -199.17
NIFTY : 22032.30 -65.16

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °c	10.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.25 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.32 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

ভূমিকম্পবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে হাড় কাঁপানো শীতে বিপর্যস্ত প্রায় ১ লাখ শিশু

কাবুল : আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের হাজার হাজার শিশুকে সহায়তা করার জন্য মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। গত অক্টোবরে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর, ওই অঞ্চলের শিশুরা তীব্র শীতের জীবন বিনাশী হুমকি মোকাবেলা করছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ কয়েক দফা ভূমিকম্পের একশ' দিন পর সোমবার একটি সতর্ক বার্তা জারি করেছে। ভূমিকম্পগুলো, দারিদ্র পীড়িত দেশটির হেরাতের পশ্চিমাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোতে আঘাত হানে।

ক্ষমতাসীন তালিবান সরকার এবং ত্রান সংস্থাগুলোর অনুমান, গত অক্টোবরের বিপর্যয়ে ১ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া ভূমিকম্পে ২১ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, অগণিত পরিবার জীবিকা ও গবাদি পশু হারিয়েছে ফসল নষ্ট হয়েছে ব্যাপকভাবে।

ইউনিসেফ বলেছে, হেরাতে ভূমিকম্প হয়েছে তিনমাস আগে এখনো এর প্রভাব স্পষ্টভাবে বিরাজ করছে। অনেক পরিবার এখনো তাঁবুতে বাস করছে। তীব্র শীতের

মধ্যে খোলা জায়গায় ঘুমাচ্ছে অনেকে। ইউনিসেফ আরো বলেছে, ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হেরাত অঞ্চলসহ সমগ্র আফগানিস্তানে নেমে এসেছে তীব্র শীত। এই শীত, মানুষের জীবন হুমকির মুখে ফেলছে। আর, পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টাকে প্রলম্বিত করে দিচ্ছে।

ইউনিসেফের কান্ট্রি চিফ ফ্রান ইকুইজা বলেছেন, শিশুরা এখনো ক্ষতি এবং ট্রমা মোকাবেলার চেষ্টা করছে। স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যে সব স্থানগুলোর ওপর শিশুরা নির্ভরশীল, সে সব স্থানগুলো মেরামত অযোগ্য অথবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইউনিসেফ হেরাতে প্রায় ১৯ হাজার মানুষের জন্য ট্রাকে করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করছে এবং শীতে টিকে থাকার জন্য পরিবারগুলোকে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করতে নগদ অর্থ সাহায্য বিতরণের পরিকল্পনা করছে। ইউনিসেফ কয়েক হাজার শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা চালিয়ে যেতে সহায়তা করার লক্ষ্যে কয়েক ডজন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। শিশুদের মধ্যে অর্ধেক মেয়ে শিশু।

জাতিসংঘ বলছে, দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্র প্রভাব, এবং দেশটির গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আফগানিস্তানে অন্তত ২ কোটি ৩০ লাখ মানুষের মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। আর, এই জনগোষ্ঠীর অন্তত অর্ধেক শিশু। ২০২১ সালের আগস্টে ইসলামপন্থী তালিবান ক্ষমতায় ফিরে আসলে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলো দেশটির সকল উন্নয়ন সহায়তা দ্রুত বন্ধ করে দেয় এবং আফগান ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই শাস্তিমূলক পদক্ষেপগুলোর ফলে দেশটিতে উচ্চ বেকারত্ব দেখা দেয় এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধার বিঘ্নিত হয়।

ইউক্রেনে মানবিক সহায়তার জন্য ৪২০ কোটি ডলার চেয়েছে জাতিসংঘ

জেনেভাঃ ইউক্রেনের ভেতরে প্রায় দুই বছরের যুদ্ধের প্রভাব মোকাবেলা করছে অসংখ্য মানুষ। পাশাপাশি ওই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে পালিয়ে গেছে লাখ লাখ শরণার্থী। এসব মানুষকে মানবিক সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে, সোমবার জাতিসংঘ ৪২০ কোটি ডলারের জন্য আবেদন করেছে। জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা এবং জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা এক যৌথ বিবৃতিতে, রাশিয়ার সাম্প্রতিক বড় পরিসরের বিমান হামলার কথা উল্লেখ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সহিংসতা যুদ্ধের বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতাকে তুলে ধরে। বিবৃতিতে ইউক্রেনে তীব্র শীতের পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। বলা হয়, তীব্র শীতের ফলে মানবিক সহায়তা প্রদান এখন আরো জরুরি হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের তথ্য মতে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার পুর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে ৫৯ লাখের বেশি ইউক্রেনীয় নাগরিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেছে। জাতিসংঘ বলেছে, আশ্রয় প্রদানকারী দেশগুলো সহানুভুতির সাথে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের গ্রহণ করেছে। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাদের আরো সহযোগিতা দরকার।

এদিকে, রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধ বন্ধ করতে কিয়েভের শর্ত সম্বলিত ইউক্রেনের ১০ দফা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে, রবিবার সুইজারল্যান্ডের শহর ডাভোসে সমবেত হয়েছেন ৮৩টি দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টারা। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রাক্কালে তারা এই বৈঠকে বসেন। ব্রাজিল, ভারত, সৌদি আরব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো উদীয়মান অর্থনীতির জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশ নেন। এই দেশগুলো চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিকস জোটের সদস্য। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ব্রিকস সদস্যরা জেলেন্সকির শান্তি পরিকল্পনার সাথে একমত কি না তা স্পষ্ট নয়। এই শান্তি পরিকল্পনায়, ইউক্রেনের ভূখণ্ড থেকে রাশিয়ার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, যুদ্ধাপরাধের জন্য রাশিয়ার জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং রাশিয়া কর্তৃক অপহৃত হাজার হাজার ইউক্রেনীয় শিশুকে ফিরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। রাশিয়াকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। দেশটি ইউক্রেনের এক পঞ্চমাংশের কাছাকাছি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে।

মশা দিয়েই মশার বংশবৃদ্ধি রোখার উদ্যোগ

কলকাতা : 'মশা মারতে কামান দাগা'র কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু 'বিষে বিষক্ষয়'-এর মতো মশা কাজে লাগিয়ে মশা মারা গেলে কেমন হয়? সুইজারল্যান্ডে এক প্রকল্পে ঠিক সেই চেষ্টাই চালানো হচ্ছে।

একটি ল্যাবে এশিয়ান টাইগার প্রজাতির মশার সন্তার দেখার মতো। লার্ভা থেকে শুরু করে পরিণত বয়সের মশার কোনো অভাব নেই। ইউরোপের অন্য কোনো মানুষের বোধহয় গবেষক এলেওনোরা ফ্লাসিওর মতো টাইগার মশার আচরণ সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান নেই।

বহু বছরের প্রস্তুতির পর এলেওনোরা এবার অসাধারণ এক পরীক্ষা শুরু করছেন। তিনি একেবারে নতুন পদ্ধতিতে এই মশার দ্রুত বংশবৃদ্ধির মোকাবিলা করতে চান। নির্বীজ নর মশা ছেড়ে তিনি সেই লক্ষ্য পূরণের কৌশল নিচ্ছেন।

সুইজারল্যান্ডের দক্ষিণে ছবির মতো দেখতে গ্রাম মরকোটেতে গবেষকরা চলতি বছর ২০ লাখ এশিয়ান টাইগার প্রজাতির মশা ছাড়ছেন। মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এলেওনোরা ছোট এই গ্রামের প্রায় ৭০টি বিভিন্ন জায়গায় প্রতি সপ্তাহে কিছু মশা ছাড়ছেন। তবে লাখ লাখ মশা ছাড়া হলেও গ্রামের বাসিন্দাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এলেওনোরা বলেন, ''আসলে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এগুলি নর মশা, যা মানুষকে কামড়ায় না। শুধু উড়ে বেড়ায়। কয়েকদিন পরেই মরে যায়।'' নর মশার এত কম আয়ুর কারণ স্পষ্ট। নির্বীজ করার প্রক্রিয়া, ল্যাবের ধকল ও পরিবহণের কারণে সেগুলি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে আয়ু কম হওয়া সত্ত্বেও মাদী মশার কাছে সেগুলি আকর্ষণীয়। নর মশাকেও প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে হয়। নির্বীজ নর মশার বিশাল সংখ্যার কারণে মাদি মশাগুলি তাদের এড়িয়েও চলতে পারে না। এলেওনোরা ফ্লাসিও বলেন, ''স্টেরিলাইজড নর মশা মাঠে চরে বেড়ানো স্বাভাবিক মাদী মশার সঙ্গে মিলিত হয়। মিলন ঘটলে মাদী মশা সারা জীবন আর সন্তান ধারণ করতে পারে না।''

এভাবে শেষ পর্যন্ত টাইগার মশার গোষ্ঠীর বিনাশ ঘটানো যেতে পারে। পরীক্ষামূলক এলাকায় টাইগার মশার সংখ্যা ৮০ শতাংশ কমানোই এলেওনোরার লক্ষ্য।

ইটালির বোলোনিয়া শহরে কৃষি ও পরিবেশ কেন্দ্রে স্টেরাইল নর মশার প্রজনন ঘটানো হয়। ডিম পাড়ার সময়েই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়। খাঁচার মধ্যে মশার মিলন ঘটে। মাদী মশাকে নিয়মিত পশুর রক্ত খাওয়ানো হয়। কারণ রক্ত না চুষে খেলে সেগুলি ডিম তৈরি করতে পারে না। সেই ডিম এক সপ্তাহের মধ্যেই লার্ভায় পরিণত হয়, তারপর পিউপা বা গুটিপোকার রূপ নেয়। এই স্তরেই তথাকথিত 'ডাইমেনশন অ্যানালিসিস' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নর ও মাদী আলাদা করা হয়। নর মশা মাদী মশার তুলনায় আকারে ছোট। ফলে শুধু চেহারার ভিত্তিতেই সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আলাদা করা যায়। পিউপাগুলিকে পানির মধ্যে ফেলে এক্সরে করা হয়।

ফলে প্রজনন অঙ্গগুলি সবচেয়ে সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দেখায়। এভাবে নর মশা নির্বীজ হয়ে পড়ে, তবে প্রাণে বেঁচে যায়। এই প্রক্রিয়া অবশ্য এখনো খুবই ব্যয়বহুল। এক হাজার স্টেরিলাইজড মশার দাম প্রায় ৬০ ইউরোর মতো। ফলে চলতি বছরের এক্সপেরিমেন্টের জন্য প্রায় দুই লাখ ইউরো ব্যয় হচ্ছে।

তবে পরীক্ষা সফল হলে এবং আরো বড় আকারে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ শুরু হলে ব্যয় এক ধাক্কায় অনেকটা কমে যাবে। এলেওনোরা ফ্লাসিও বলেন, ''আমি নিশ্চিত, যে কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া অনেক সস্তা হয়ে যাবে। বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখা দিলেই ব্যয় কমে যাবে। অর্থাৎ এই প্রযুক্তি তেমন ব্যয়বহুল নয়। বড় আকারে কাজে লাগালেই ব্যয় কমে যাবে।''

এই প্রক্রিয়া সফল হলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্পটি আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বিশেষ করে যে সব দেশে টাইগার প্রজাতির মশা মানুষের জীবন বিপন্ন করছে, সেখানে এই প্রক্রিয়া কাজে লাগবে।

রাষ্ট্রীয় খবর — সংক্ষিপ্ত খবর

রাজনৈতিক দলগুলোতে ট্রান্সজেন্ডারদের যুক্ত করা হচ্ছে না

ঢাকাঃ দলগুলোর সদিচ্ছার অভাব ও সামাজিকধর্মীয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রাজনীতিতে এগিয়ে যেতে পারছে না ট্রান্সজেন্ডরা (তৃতীয় লিঙ্গ), এমনটা মনে করছেন তারা। তারপরও নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন সময় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন অনেক ট্রান্সজেন্ডার। আর এবারই প্রথম দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দুই ট্রান্সজেন্ডার প্রার্থী অংশ নিয়ে কেউ জয়ী হতে না পারলেও তাদের একজন, আনোয়ারা ইসলাম রানী ভোটের মাঠে দারুন লড়াই করে চমক দেখিয়েছেন। আগামীতে সুযোগ পেলে স্থানীয় সরকারের মতো জাতীয় সংসদেও ট্রান্সজেন্ডরা আইনপ্রণেতা হিসেবে কাজ করতে পারবে বলে আশাবাদী তারা। ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে রংপুর৩ আসন থেকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদেরর প্রধান প্রতিদ্বন্দী হিসেবে শুরু থেকে আলোচনায় ছিলেন ট্রান্সজেন্ডার আনোয়ারা ইসলাম রানী। এই আসনে ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ভোটে জিএম কাদের জয়ী হলেও দ্বিতীয় হয়েছেন রানী। রানী ভোটে পেয়েছেন ২৩ হাজার ৩২৬ ভোট। অন্যদিকে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে গাজীপুর৫ আসনে সুপ্রিম পার্টির মনোনয় পান ট্রান্সজেন্ডার উর্মি। যদিও ভোটে ১০৯৪ টি ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন তিনি। আনোয়ারা ইসলাম রানী ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, ভোটের ফলাফল নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। কাদের সাহেব অনেক দিনের রাজনীতিবিদ। তিনি একটি দলের চেয়ারম্যান, তার সঙ্গে নির্বাচন করে এতো দূর আসতে পেরেছি এটাই বড় সফলতা। আমি রংপুরবাসীকে ধন্যবাদ জানাই। আরেক প্রার্থী উর্মি বলেন, প্রথমবার ভোট করেছি। অনেকের কাছে যেতে পারি নাই। অনেক কিছু জানতাম না।এবার সেইগুলো জেনিছি। আগামী যদি আবার কখনো নির্বাচনে দাঁড়াই, তাহলে তখন এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবো। গত নভেম্বরে বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উইমেনস ক্যারিয়ার কার্নিভ্যাল এক্সপ্লোর ইয়োর ফিউচার উইথ আস' অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিলো ট্রান্সজেন্ডার হো চি মিন ইসলামের। কিন্তু, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বাধার মুখে শেষ পর্যন্ত তাকে বক্তব্য দিতে দেয়নি আয়োজকরা। হো চি মিন ইসলাম বলেন, সংসদ নির্বাচনে দুই ট্রান্সজেন্ডারের অংশ নেওয়াই ছিলো বিশাল ব্যাপার। কারণ আমাদের সমাজে ট্রান্সজেন্ডারা অবহেলিত। সেখানে ট্রান্সজেন্ডার যদি সংসদে দাড়িয়ে আইনপ্রণেতা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায় সেটা পুরো পৃথিবী চেয়েচেয়ে দেখবে। আমি আশাবাদী, তারা এবার না পারলেও আগামীতে কেউ না কেউ পারবে। বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য নিপুন রায় চোধুরী ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, তাদের নির্বাচনে অংশ নেওয়াটাকে আমি মহতি উদ্যোগ হিসেবে দেখি।

বোমাবর্ষণ অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনিং ওং গাজায় একটি টেকসই যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন

গাজায় ইসরাইলের হামলা : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪,১০০, বলছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

Agence France-Presse

গাজা (এজেন্সী)ঃ ইসরাইলের বাহিনী গাজা ভূখণ্ড জুড়ে নতুন করে বিমান হামলা চালিয়েছে। সোমবার গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, গতকাল ইসরাইলের হামলায় ১৩০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

ইসরাইলের সেনাবাহিনী সোমবার বলেছে, তাদের অভিযানে গাজার উত্তরাঞ্চলে পাঁচ জঙ্গি নিহত হয়েছে। ইসরাইলের বিমান ও স্থল হামলায়, গাজার দক্ষিণাঞ্চলে খান ইউনিসে অস্ত্র সংরক্ষণাগার ধ্বংস করা হয়েছে। ইসরাইলের সেনাবাহিনীর দাবি, নিহত জঙ্গিরা অস্ত্রের অবস্থান শনাক্ত করার চেষ্টা করছিলো।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সোমবার তারা বলেছে, ইসরাইলের সেনা অভিযানে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে কমপক্ষে ২৪ হাজার ১০০তে পৌঁছেছে। আর আহত হয়েছে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতাহতদের গণনার ক্ষেত্রে যোদ্ধা ও বেসামরিক নাগরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। সোমবার অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনিং ওং গাজায় একটি টেকসই যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি হলেন, সংঘাত এবং মানবিক প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করতে, এই অঞ্চলে সফরে আসা সর্বশেষ কূটনীতিক। এদিকে, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত হামাসের বিরুদ্ধে তার দেশ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে অঙ্গীকার করেছেন। শনিবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে, এমন অভিযোগের পরও ইসরাইল পিছপা হবে না।

তিনি গাজায় হামাস, লেবানন থেকে ইসরাইলের ওপর গুলি চালানো ইরানসমর্থিত হেজবুল্লাহ জঙ্গি এবং হুথি মিলিশিয়াদের কথা উল্লেখ করে বলেন, কেউ আমাদের থামাতে পারবে না, দ্য হেগ না, সংঘবদ্ধ অশুভ শক্তি না, কেউ না। হুথি মিলিশিয়ারা হামাসের প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের জন্য লোহিতসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালাতে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে।

দ্য হেগে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) দুই দিনের শুনানি শেষে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। আইসিজেতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে একটি মামলা করেছে। ইসরাইল এই অভিযোগকে মানহানিকর ও কপটতা উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আইসিজে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায় প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইসিজের রায় সদস্য দেশগুলোর জন্য মানা বাধ্যতামূলক তবে, রায় কার্যকর করা কঠিন।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

বইমেলাতে অংকের দাদুর দোকানেই ভিড় করছেন বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়ারা| সহজ সরল পদ্ধতিতে অংক শেখার জন্যই এখন মালদা জেলার বইমেলাতেই অংকের দাদু

মালদা ঃ বইমেলাতে অংকের দাদুর দোকানেই ভিড় করছেন বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়ারা। সহজ সরল পদ্ধতিতে অংক শেখার জন্যই এখন মালদা জেলার বইমেলাতেই অংকের দাদু হয়ে উঠেছেন পড়ুয়াদের কাছে হিরো। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বাসিন্দা মিহির সমাজদার পেশায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক । তাঁকে এখন পড়াশোনার জগতে অংকের দাদু নামেই ডেকে থাকেন পড়ুয়ারা।

বলাবাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে অঙ্ক নিয়ে খুব ভয় থাকে। অনেকেই সহজে বুঝতে পারে না কিভাবে অঙ্কের সমাধান হবে। বইয়ের ভাষা খুব জটিল? বিভিন্ন লেখক লেখিকাদের বই বোধগম্য হচ্ছে না। এই সমস্ত কিছুর সমাধান করতে এগিয়ে এসেছেন অঙ্কের দাদু। ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে সহজসরল ভাষায় অঙ্কের বই লিখে চলেছেন সত্তর বছরের গণ্ডি পেরানো মিহির সমাজদার। তাঁর লেখা বই এখন বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ বইয়ের সরলতা। আর এই কারণেই এখন অঙ্কের জগতে 'দাদু' নামে পরিচিত বালুরঘাটের প্রাক্তন অঙ্কের শিক্ষক মিহির সমাজদার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বই লিখে চলেছেন। শিশু শ্রেণী থেকে বিএসসি পর্যন্ত তিনি অঙ্কের বই লিখেছেন। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য সিলেবাস মেনেই তিনি বই লিখেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৫ টি বই লিখেছেন তিনি। সবগুলি অঙ্কের বই। তবে মিহির বাবুর লেখা বই আপনি কোন দোকানে কিনতে পাবেন না। শুধুমাত্র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত বই মেলাতেই পাবেন। উল্লেখ্য, মালদা জেলা ৩৫ তম বই মেলাতেও অংকের দাদু স্টল খুলে বসেছেন। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় লক্ষণীয়। মালদা জেলা বইমেলাতে আসলে দাদুর কথা জিজ্ঞেস করলে আট থেকে আশি সকলে বলে দিচ্ছেন দাদুর স্টোন সোজা গিয়ে বাম দিকে। বর্তমানে গোটা বছর মিহিরবাবু বই লেখালেখি করেন। বইমেলার সিজনে তিনি নিজে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আযোজিত বইমেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে স্টল দিয়ে বই বিক্রি করেন। বর্তমানে এটি তার নেশা।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তার বইয়ের কদর রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই তিনি এই বইগুলি বিক্রি করছেন। বর্তমানে চাহিদা ব্যাপক হারে। মিহিরবাবু জানিয়েছেন, একজন অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। সে সময় ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। অংকের বিষয়ে অনেকেরই নানান সমস্যা জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তখন থেকেই সহজ সরল ভাষায় বই লেখার চিন্তাভাবনা। অবসর নেওয়ার পর থেকেই শুরু করেন এই বই লেখার কাজ। এখনো তিনি লিখেই চলেছেন এই বই। স্কুলস্তর বা কলেজ স্তরের সিলেবাস পরিবর্তন হয়। সিলেবাস পরিবর্তন হলে তিনিও তার বইয়ের পরিবর্তন করেন ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য। অবসরের পরে ছাত্রছাত্রীদের এমন সহজ সরল বই উপহার দেওয়ার জন্যই এখন তিনি রাজ্যজুড়ে অঙ্কের দাদু নামে পরিচিত।

মেদিনীপুর জেলা জুড়ে বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন

সন্ন্যাসী কাউরী মেদিনীপুর ঃ গোটা দেশের মেদিনীপুর জেলা জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মদিবস ও বিবেক চেতনা উৎসব। জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলির উদ্যোগে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। মেদিনীপুর, খড়গপুর, ডেবরা, দাসপুর, কেশপুর, গরবেতা, সবং , পিংলা, ঘাটাল, পাঁশকুড়া সহ বিভিন্ন ব্লকে দিনটিকে পালন করেন জেলাবাসী। এদিন সকালে গড়বেতা, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁশকুড়া, হরেকৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। দাসপুর ১ ব্লকের নাড়াজোল যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রভাত ফেরী, আলোচনা সভা ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনটিকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনে সারাদিন ব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মা সারদার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অতিথি, শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থীরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হরগৌরি আশ্রমের দয়ানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক উত্তম চক্রবর্তী, বি কে বন্দনা, বি কে ড.লক্ষীকান্ত, শিক্ষক সন্ন্যাসী কাউরী, দীপঙ্কর মাইতি, মদনমোহন মন্ডল, চন্দ্রশেখর ধাড়া, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্ণধার মধুমিতা মাইতি সহ বিশিষ্ট জনেরা। দিনটিকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিনাব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন নাড়াজোল মহেন্দ্র একাডেমির উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মিশ্র, হমর সিং, অরুপ বাগরা সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা।

অন্যদিকে হরেকৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন কে সামনে রেখে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১৫ জন মহিলা সহ মোট ৪০ জন এদিনের শিবিরে রক্তদান করেন। শ্যামসুন্দর পাটনা বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন ডেবরায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রদীপ কর, সভাপতি বাদল মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শীতেশ ধাড়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শনিবার সকালেও ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে শহর জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি ঃ শনিবার সকালেও ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে শহর জলপাইগুড়ি। এই নিয়ে গত ৬ দিন ধরে সূর্যের মুখ দেখেনি শহরের বাসিন্দারা। একইসাথে বইছে হিমেল হাওয়া। জোড়া ফলায় বিদ্ধ হয়ে পারদের আরও পতন। সকাল ৮ টা বাজতে চললেও রাস্তায় দেখা নেই মানুষজনের। দৃশ্যমানতা একেবারেই কম। রাস্তার ধারে বিভিন্ন যায়গায় আগুন পোহাচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে দুর্ঘটনা গাড়ি পড়ল নয়নজলিতে

জলপাইগুড়ি ঃ ঘন কুয়াশার কারণে একটি মারুতি কার উল্টে গেল একটি ডোবার ভিতরে। যদিও সেই নয়নজলি বা ডোবাতে কোন জল ছিল না। শনিবার ভোরে এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে এই দিন শিলিগুড়ির একটি মারুতি কার জলপাইগুড়ির দিকে আসার সময় হঠাৎই একটি ডোবার মধ্যে পড়ে যায়, যদিও কি কারণে সেই গাড়ি কোথা থেকে আসছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ খবর লেখা পর্যন্ত সেই গাড়ির মালিক বা অন্য কারো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। তবে এলাকার বাসিন্দাদের অনুমান হয়তো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বা মদ্যক অবস্থায় গাড়িটি একটি ডোবা বা নয়নজুলিতে পড়ে যায় ।হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি। পরে পুলিশ এসে গাড়িটি ক্রেন এর মাধ্যমেতুলে নিয়ে যায়। পুরো ঘটনার ইনভেস্টিগেশন করছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ

স্কুল শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়ি শহরের বামন পাড়া এলাকায়

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি ২০ নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের বামন পাড়া এলাকায়। আত্মঘাতী মহিলার নাম বনশ্রী রায়। তার দাদা প্রীতম সরকারের দাবী তার বোনকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার স্বামীর। উলটে তার দাবী স্ত্রী গত কয়েকদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সারাদিন আপন মনে কথা বলতো। ঘটনার তদন্তে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

কলকাতা পুলিশে নিয়োগ হতে চলেছে দুই হাজারেরও বেশি পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল

মালদা ঃ সামনেই পুলিশে বড়সড় নিযাে়গ। কলকাতা পুলিশে নিযাে়গ হতে চলেছে দুই হাজারেরও বেশি পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল। ইতিমধ্যেই লিখিত পরীক্ষা, মাঠ অর্থাৎ শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সাড়ে চার হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী। মালদহ জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ লাইনে প্রাথমিকভাবে সফল পরীক্ষার্থীদের মক ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হল শনিবার দিনভর। আগামী ১৮ জানুয়ারি কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পুরুষ ও লেডি কনস্টেবল পদে ইন্টারভিউ। তার আগেই জেলার ছেলে, মেয়েদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে দেখতে মক ইন্টারভিউ এর অভিনব উদ্যোগ। জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা রীতিমতো ইন্টারভিউ বোর্ড করে একের পর এক চাকরি প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেন। মূলত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ভয়ভীতি জড়তা কাটিয়ে তোলাই এই মক ইন্টারভিউ এর উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন, মালদহ পুলিশের ডিএসপি আইন শৃঙ্খলা আজহারউদ্দিন খান। মালদা ছাড়াও দুই দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদের বহু চাকরিপ্রার্থী এই মক ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।

গত জুন মাসে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার

কলিয়াচক ঃ গত জুন মাসে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করল কলিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম নাসিরুল মিয়া, রাবিউল ইসলাম ও বাদিরুল রাহমান। তিনজনেরই বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার তিনশত বিঘি এলাকায়। জানা যায়, গত বছরের ১৫ জুলাই মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা ও কালিয়াচক থানার সংযোগস্থলে বোমা তৈরি করার সময় বোমা ফেটে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়। মৃত্যু দেহটি পড়েছিল কালিয়াচক থানার শেষ সিমান্ত করারই চাঁদপুর এর লিচুরবাগান এলাকায়। তারপর থেকে বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচক থানার পুলিশ নিজে নিজে ঘটনা তদন্ত শুরু করে। ঘটনায় অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রায় সাত মাস পর বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার চাঁদপুর এলাকায় হানা দেই পুলিশ। সেখান থেকে বৈষ্ণবনগর থানার তিনশত বিঘী এলাকার তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। আজ শনিবার ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করল কালিয়াচক থানার পুলিশ।

ঘরেতে অভাব,দু'চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া, আইডিয়াল টেলেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যের সেরা এহেসান, খুশির হাওয়া পরিবারে

মালদা ঃ বাবা পাট শ্রমিক।পরিবারে নিত্য অভাব। আর্থিক প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে আইডিয়াল টেলেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হলেন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মহম্মদ এহেসান।ছেলের এই সাফল্যে খুশি বাবামা থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষজন।জানা গিয়েছে,এহেসান এর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রামে।কালিয়াচক এলাকার এক বেসরকারি মিশনে সদ্য অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।২০২৩ সালের ১৪ অক্টোবর কড্ড India Ideal Teachers Association দ্বারা আযোজিত সারা রাজ্য জুড়ে IDEAL TELENT SEARCH নামে এক মেধা পরিক্ষা হয়।এতে রাজ্যের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।২৫ ডিসেম্বর সেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়।মহম্মদ এহেসান সপ্তম শ্রেণী থেকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানাধীকার করে।আর এই খবর চাউর হতেই এহসানের বাড়িতে সংবর্ধনা দিতে ছুটে আসেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা।শনিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক জিয়াউর রহমান চৌধুরী তার বাড়িতে ছুটে যান।মিষ্টিমুখ করিয়ে এহসানের হাতে তুলে দেন বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী।এবং সে যেন ভবিষ্যতে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য সরকারের কাছে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করবেন বলে জানান।আরো জানা গিয়েছে,এহেসানের বাবা রবিউল ইসলাম একজন সাধারণ দিনমজুর।পাটের গোডাউনে দড়ি পাকানোর কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালান।তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে।বাস্তুভিটা ছাড়া এক ছটাকও জমি নেই।একটি মাত্র ভাঙাচোরা মাটির ঘরে কোনোরকমে দিন গুজরান করেন। এই সামান্য ইনকামে ছেলের পাড়াশোনর খরচের পাশাপাশি সংসারের খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে।তাই তিনি সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন।

ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করলেন পুলিশ সুপার

ময়নাগুড়ি ঃ শনিবার ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করলেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে তৈরি হল এই ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ি। জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা ২, ধর্মপুর, পদমতি ১ ও পদমতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই ফাঁড়ি তৈরি হয়েছে। মাধবডাঙ্গা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে এই ফাঁড়ি তৈরি হয়েছে। শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে ফাঁড়ির পথ চলা শুরু হয়। এদিন উদ্বোধন পুলিশ সুপার খান্ডবাহলে উমেশ গণপত। এছাড়াও এদিন ফাঁড়ির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উৎসর্গ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রক্তদান শিবির ও বিনা মূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আযাে়জন করা হয়। এছাড়াও, দুঃস্থ মানুষদের কম্বল বিতরন করা হয়। এই বিষয়ে পুলিশ সুপার খন্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, প্রশাসনিক কাজের সুবিধা হবে এই এলাকার মানুষদের। ময়নাগুড়ি থানা অনেক বড় একটি থানা।

অল ইন্ডিয়া রেকর্ড সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ১৪৬ নম্বর র‍্যাঙ্ক করে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয়

মালদা ঃ অল ইন্ডিয়া রেকর্ড সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ১৪৬ নম্বর র‍্যাঙ্ক করে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতী য় স্থান অধিকার করেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শপল্লী এলাকার ছাত্র বিদ্যুৎ হালদার। শনিবার ওই ছাত্রকে তার বাড়িতে গিয়ে সম্বর্ধনা দিল পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর অক্টোবর মাসে এই পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিদ্যুৎ হালদার। তার বাবা একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মা যমুনা সরকার, গৃহবধূ ।

বিদ্যুৎ হালদার মাধ্যমিকে জেলা স্কুল থেকে পাস করে এবং উচ্চ মাধ্যমিক অক্রূরমণি হাইস্কুল থেকে পাশ করে । পরবর্তীতে সে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে বিটেক করে । বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে থাকে বিদ্যুৎ । পরবর্তীতে এসে বাজিমাত করে অল ইন্ডিয়া রিকুটমেঃট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায়। ১৪৬ নম্বর র‍্যাঙ্ক করেছে সে। এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম তার বাড়িতে যায় এবং তাকে ফুলের তোড়াও মিষ্টি এবং ডায়েরি দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে।

সাত সকালে ভয়াভয় অগ্নী কান্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি তে

জলপাইগুড়ি ঃসাত সকালে ধূপগুড়িতে বিধ্বংসী আগুন। ভস্মীভূত ছাট লোহার দোকানের গোডাউন। শনিবার সাত সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ৪৮ নং এশিয়ান হাইওয়ের সংলগ্ন ধুপগুড়ি হরি মন্দি এলাকার ।একটি ভাঙ্গারী দোকানে । চারদিক ঢাকা ঘন কুয়াশায় ঠিক সে সময় আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন এবং ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

গোডাউনে কাগজ ও প্লাস্টিক সামগ্রী এবং দাহ্য বস্তু মজুদ থাকায় আগুন ভয়ংকর আকার ধারণ করে। দীর্ঘক্ষণ ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে দমকল কর্মীরা। তবে কিভাবে আগুন লাগল তা এখনো স্পষ্ট নয়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্টিফিকেটের জেরে আগুন লেগে থাকতে পারে। দমকল কর্মীদের পাশাপাশি আগুন নিয়ন্ত্রণে হাত লাগিয়েছি স্থানীয়রা তবে আরো বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে।

ভোররাতে ধুপগুড়িতে ছাট লোহার দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরে আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে তবে এখনো দাহ্য পদার্থে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের ফুলকি ঘটনাস্থলে ধুপগুড়ি থানার পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা এখনো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে ছাট লোহার দোকানের মালিক বাসুদেব ঘোষ জানান।

সাত সকালে পথদুর্ঘটনা শিলিগুড়ি শহরের ইস্টার্ন বাইপাসে

শিলিগুড়ি ঃঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল শনিবারের সকাল। আর সাত সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস এলাকার বাসিন্দা গৃহবধূ চুমকি চ্যাটার্জী। কিন্তু আচমকাই পথ দুর্ঘটনা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু দূর এগোতেই ঠাকুরনগর এলাকায় একটি ট্যাংকার ধাক্কা দেয় তাকে এবং ওই ট্যাঙ্কারের চাকার তলায় পৃষ্ঠা হন তিনি। তার দুটি পায়ের উপর দিয়ে উঠে যায় ওই ট্যাংকারের চাকা। দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখেই পথে চলাচলকারী অন্যান্য যানবাহন থেমে যায়, ছুটে আসেন অন্যান্য যানবাহন চালক যাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। জানা গিয়েছে ইস্টার্ন বাইপাসের ঠাকুরনগরে একটি ট্যাঙ্কার গোডাউন থেকে বেরোচ্ছিল, সেই সময় চুমকি দেবীকে ধাক্কা দেয় ওই ট্যাঙ্কারটি এবং ওই ট্যাঙ্কারের চাকার তলায় পড়ে যান তিনি!

এই দুর্ঘটনায় তার দুটি পা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় বলেই জানা গিয়েছে। বর্তমানে শিলিগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। কিন্তু এলাকাবাসীদের অভিযোগ এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের কোন নজরদারি নেই,মাঝে মাঝে ঘটছে দুর্ঘটনা, আর এই কারণেই স্থানীয় বাসিন্দারা শুরু করেন পথ অবরোধ। প্রায় এক ঘঃটা চলে পথ অবরোধ। পাশাপাশি ওই ট্যাঙ্কার চালককে গ্রেফতার এবং ট্যাঙ্কার আটক এর দাবি তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর নিউ জলপাইগুড়ি থানার উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্তারা ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের আশ্বাস দেন। এরপর অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং স্বাভাবিক হয় ইস্টার্ন বাইপাসে যানবাহন চলাচল।

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো।শনিবার সকালে শোভাযাত্রাটি স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের হিলকার্ট রোড, সেবক রোড পরিক্রমা করে।এদিন প্রাক্তনীদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় পা মেলান স্কুলের প্রাক্তনী তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রার পাশাপাশি একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা

জয়গাঁ ঃভুটান গেট থেকে দলসিংপাড়া ওবধি শুক্রবার দলসিংপাড়া রানার্স পক্ষ থেকে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল । এদিন সকালে জয়গাঁ ভুটান গেট থেকে এই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয় শেষ হয় দলসিংপাড়াতে এসে। এদিন ম্যারাথন দৌড়ে প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে প্রথম হয় জয়ন্ত দাস, দ্বিতীয় হয় বিবেক ছেত্রি , তৃতীয় হয় অজয় ভুজেল ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

কীর্তন বাড়ির ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি

কোচবিহার ঃ কীর্তন বাড়ির ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি, ঘটনায় চাঞ্চল্য। অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করলেন ওই ব্যক্তি। রাতে কীর্তন বাড়ির সামনে ফেরার পথে দিনহাটা হিমঘর রোড এলাকায় এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ ব্যাক্তির নাম ইয়াসিন খন্দকার, তার বাড়ি দিনহাটা ভিলেজ ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরটারী এলাকায়। জানা যায় ওই ব্যক্তি কীর্তন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় হঠাৎই একটি বিকট শব্দ শুনতে পান এবং তারপরেই কিছুক্ষণ পরে ব্যথা অনুভব করেন। এরপর স্থানীয় লোকেদের বিষয়টি জানালে স্থানীয় লোকেরা তাকে জানান তার গুলি লেগেছে, তখন অতিসত্বর তাকে উদ্ধার করে টোটোতে করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে দিনহাটা থানার পুলিশ। তবে কি কারণে ওই এলাকায় বিকট শব্দ হয়েছিল এবং কিভাবে ওই ব্যক্তির পেটে গুলি লাগলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাথাভাঙ্গা ১ব্লকের পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কাউয়ারডারা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ মাথাভাঙ্গা ১ব্লকের পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কাউয়ারডারা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। জানা গেছে এদিন সাতসকালে দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটি নজরে আসে স্থানীয়দের। রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের লাগানো দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এমনটাই অভিযোগ। এবিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করবেন বলেও জানিয়েছেন।এদিকে দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।তৃণমূল নেজরাই করে বিজেপির নামে অপবাদ নিচ্ছে বলে দাবি বিজেপির।

২৬ শে জানুয়ারি কোচবিহারের বক্সিরহাট হয়ে কোচবিহারে প্রবেশ করবে রাহুল গান্ধীর ভারত জোরো ন্যায় যাত্রা

কোচবিহার ঃ ১৪ই জানুয়ারি মনিপুর থেকে শুরু হচ্ছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায়। ২৬ শে জানুয়ারি কোচবিহারের বক্সিরহাট হয়ে কোচবিহারে প্রবেশ করবে রাহুল গান্ধীর ভারত জোরো ন্যায় যাত্রা। শনিবার বেলা বারোটা নাগাদ কোচবিহার প্রেসক্লাবের সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য পিয়া রায় চৌধুরী । উল্লেখ্য আগামী ১৪ই জানুয়ারি মনিপুর থেকে শুরু হচ্ছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় এবং আগামী মার্চের মধ্যভাগে এই যাত্রা মহারাষ্ট্রে পৌঁছবে । এই ন্যায় যাত্রা আগামী ২৬ জানুয়ারী বক্সিরহাট হয়ে কোচবিহার শহরে প্রবেশ করবে এবং কোচবিহারের বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় পৌছবে। সেখানেই রাতি বাস করার কথা রয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর । যদিও প্রথম পর্যায়ের মত এবারের ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা সম্পূর্ণটা পদযাত্রার মাধ্যমে হবে না। তিনি জানান কিছু ক্ষেত্রে গাড়িতেও যাত্রা করা হবে বলে জানান সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা কোচবিহারের বিগত লোকসভা নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী পিয়া রায় চৌধুরী ।

১৫০ কোটি ডলারের জরুরি তহবিলের আহ্বান ডাব্লিউএইচও'র

জেনেভা ঃ বিশ্বজুড়ে মানবিক সংকটে জরুরি স্বাস্থ্যসেবায় সাড়া দিতে ১৫০ কোটি ডলারের তহবিলের আবেদন জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। ইউক্রেন, আফগানিস্তান ও গাজা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিশ্বের কাছে এই আহ্বান জানিয়েছে তারা।

সংকটাপন্ন আট কোটি ৭০ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাতে ১৫০ কোটি ডলারের তহবিল চেয়েছে ডাব্লিউএইচও। সংস্থাটির মহাপরিচালক টেড্রস অ্যাডানম গেব্রেয়েসাস যত দ্রুত সম্ভব এই অর্থ জোগানের আহ্বান জানিয়েছেন। টেড্রস বলেন, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড, ইউক্রেন, হাইতি ও সুদানসহ বিশ্বের ১৬ কোটি ৬০ লাখ মানুষের জন্য চলতি বছর জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন। এর মধ্যে গাজায় সংকট মোকাবিলায় তিন থেকে ছয় মাসের জন্য প্রায় ২২ কোটি ডলার দরকার। অন্যদিকে আফগানিস্তানে সুপেয় জল ও স্যানিটেশনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে দুই কোটি ৩৭ লাখ ডলার প্রয়োজন। বিশ্বে আবারো কলেরা প্রকোপ দেখা দেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তা মোকাবিলায় পাঁচ কোটি ডলার চেয়েছেন ডাব্লিউএইচও মহাপরিচালক। যুদ্ধকবলিত ইউক্রেনের মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় সাত কোটি ৭০ লাখ ডলার দরকার বলে জানান তিনি। ১৫০ কোটি ডলারের তহবিল না পেলে যে সংকট তৈরি হবে তা 'বিশ্ব বহন করতে সক্ষম হবে না' বলে সতর্ক করেন টেড্রস।

এদিকে জাতিসংঘ ২০২৪ সালের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য ৪২০ কোটি ডলারের তহবিলের আবেদন জানিয়েছে। এই তহবিলের মধ্যে ১১০ কোটি ডলার তারা ব্যয় করতে চায় শরণার্থী সংকট মোকাবিলায়। এ বছর ১০টি দেশের মোট ২৩লাখ শরণার্থীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির মানবিক সংকট বিভাগের প্রধান মার্টিন গ্রিফিথ তহবিলের আবেদন জানিয়ে বলেন, এই অর্থ না পেলে যাদের জন্য প্রয়োজন তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ইরাকে মোসাদ দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

তেহরানঃ ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড জানিয়েছে, তারা ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইসরায়েলের 'গুপ্তচর সদরদপ্তরে' আক্রমণ চালিয়েছে। ইরানের সরকারি মিডিয়া জানিয়েছে, এলিট ফোর্স সিরিয়াতেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে। ইরানের এই আক্রমণের পরেই মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত আরো ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে আক্রমণ করার পর এই সংঘাত শুরু হয়। রেভলিউশনারি গার্ডের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ''ইরাকের কুর্দিস্তানে মোসাদের গুপ্তচর সদরদপ্তর ছিল। সেটা ব্যালেস্টিক মিসাইল দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।'' রয়টার্স জানিয়েছে, তারা এই রিপোর্ট এখনো যাচাই করতে পারেনি। ইসরায়েলের সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনো মন্তব্যও তারা পায়নি। গতমাসে সিরিয়ায় রেভলিউশনারি গার্ডের তিন সদস্যের মৃত্যু হয়েছিল। ইরান জানিয়েছিল, তারা এর বদলা নেবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই আক্রমণের নিন্দা করেছে। তারা জানিয়েছে, তাদের কোনো কিছু আক্রান্ত হয়নি। ফলে কোনো মার্কিন নাগরিক মারা যাননি। তারা বলেছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে। তারা এই ধরনের আক্রমণের নিন্দা করছে।

আদালতে আর্জি বেপাত্তা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাহজাহানের

কলকাতাঃ সশরীরে বেপাত্তা হলেও আদালতে আর্জি পেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহানের। বিচারপতির প্রশ্ন, কেন তিনি আত্মসমর্পণ করছেন না?

সন্দেশখালিতে অশান্তির ১০ দিন পরেও অধরা তৃণমূল নেতা। গত ৫ জানুয়ারি সুন্দরবন লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে রেশন দুর্নীতির তদন্তে যায় ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিক থেকে সাংবাদিক ও আধাসেনা জওয়ানরাও আক্রান্ত হন। তারপর থেকে মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। আজ, মঙ্গলবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় ধরা পড়েছেন সাতজন।

সন্দেশখালিতে গন্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে ইডি স্থানীয় থানায় খুনের চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করে। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য লঘু ধারা দেয় পুলিশ। যদিও একটি পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এর প্রতিকার চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় সংস্থা।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইডির বিরুদ্ধে আপাতত কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশের ভূমিকা।

বিচারপতি সেনগুপ্তের এজলাসে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সোমবার জানান, মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালত প্রশ্ন করে, এখন কে তদন্ত করছে? তিন হাজার অভিযুক্ত, চারজন গ্রেপ্তার কেন?

বিচারপতি পুলিশের দিকে আঙুল তোলেন। বলেন, ৩০৭ ধারা কেন যোগ করা হয়নি? এখনও কেন ন্যাজাট থানার পুলিশকে তদন্তে রাখা হয়েছে? এতদিনেও মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়নি! এই ঘটনার কেস ডায়েরি তলব করেছে হাইকোর্ট। উল্টে সোমবার আইনজীবীর মাধ্যমে হাইকোর্টে নিজের বক্তব্য রাখার আর্জি জানান শেখ শাহজাহান। এ কথা শুনে আইনজীবীকে বিচারপতি সেনগুপ্তের প্রশ্ন, আপনার মক্কেল আত্মসমর্পণ করছেন না কেন? শাহজাহানের

আইনজীবী এজলাসের মধ্যে এজিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি।

শাহজাহান শেখ দেশের বাইরে পালিয়ে গিয়েছেন বলে অনেকদিন ধরেই জল্পনা শোনা যাচ্ছে। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কড়া কথা শোনা গিয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের মুখে। কিন্তু শাহজাহান এখনো নাগালের বাইরে। তার অনুগামীদেরও ধরা হয়নি বলে অভিযোগ। সন্দেশখালির ঘটনায় যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা আদৌ জড়িত নন বলে তাদের আইনজীবী দাবি করেছেন। তার বক্তব্য, আসল অপরাধীদের আড়াল করার জন্য পুলিশ নিরপরাধদের গ্রেপ্তার করছে। সেই কারণে পুলিশ ধৃতদের হেফাজতে চায়নি।

আইনজীবীর বক্তব্য, যাদের সেদিনের হামলায় ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তাদের এখনো পুলিশ ধরেনি। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''যারা প্রকৃত অপরাধী, তারা আর এলাকায় নেই। নিরীহদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ দেখাতে চাইছে যে তদন্ত চলছে। এনআইএ তদন্ত এড়াতে এই চেষ্টা।''

ঘটনার দিন আক্রান্ত ইডি আধিকারিকদের হেফাজত থেকে ল্যাপটপ, নথি খোয়া যায়। এর পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছে ইডি। তারা এই ঘটনার তদন্ত সিবিআইকে দিয়ে করানোর আর্জি জানিয়েছে। তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, ''পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেই পরপর গ্রেপ্তারি হচ্ছে, তল্লাশি চালানো হচ্ছে। অন্য সংস্থাকে ডেকে তদন্ত ভেস্তে দিতে চাইছে বিজেপি।''

রেশন দুর্নীতি মামলার সূত্রে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করে ইডি। ৫ জানুয়ারি রাতে তাদের হাতে গ্রেপ্তার হন বনগাঁ পুরসভার সাবেক পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য। তার মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাচার হতো বলে অভিযোগ। সোমবার তার একাধিক ডেরায় অভিযান চালায় ইডি। তাদের দাবি, আটটি ফরেক্স সংস্থা যারা বিদেশি মুদ্রা বিনিময় করে, তারা রেশন দুর্নীতির টাকা দেশের বাইরে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে চারটি সংস্থায় তল্লাশি চালিয়েছেন তদন্তকারীরা।

শঙ্কর শুধু নিজের নামে নয়, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, মা, ভাই ও অন্যান্য পরিজনদের নামেও এই সংস্থা চালাচ্ছিলেন। ইডির দাবি, শঙ্করের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। এসব অভিযোগের পিছনে রাজনীতি দেখছে রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূলপন্থী বিশ্লেষক ভাস্কর সিংহরায় বলেন, ''যারা বিজেপি বিরোধী, দেশজুড়ে সেই নেতাদের বাড়িতে ইডি সিবিআইকে পাঠানো হচ্ছে। বিজেপির পক্ষে থাকলে তার বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে না। এটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই তদন্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।''

বাম ও কংগ্রেসের মতে, এটা তদন্তের নামে আইওয়াশ। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্য, ''মাথাদের ধরা হচ্ছে না। পার্থ, জ্যোতিপ্রিয়, অনুব্রত থেকে শঙ্কর পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু এদের যারা নেতা, তাদের কেন রেহাই দিচ্ছে ইডি সিবিআই?''

বিজেপি মুখপাত্র বিমলশঙ্কর নন্দ বলেন, ''পর্যাপ্ত প্রমাণ হাতে এলে ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্থা নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করবে। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাকে আদালত জামিনও দেয়নি। সুতরাং, এ রাজ্যে আজ হয়নি বলে কাল হবে না, এ কথা ঠিক নয়।''

মার্কিন নির্বাচন ঃ আইওয়া ককাসে ট্রাম্পের জয়

আইওয়া ঃ যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের দলীয় ককাসে বড় জয় পেয়েছেন ডনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার মধ্যপশ্চিম আমেরিকার আইওয়া প্রদেশে 'রিপাবলিকান ককাস' এ প্রাথমিক (প্রাইমারি) নির্বাচনে তিন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মধ্যে এই ভোট হয়। এতে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি ও ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিসকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভয়াবহ ঠান্ডার মধ্যে ফ্লোরিডারআইওয়া ককাসের নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। এডিসন রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, ৯৫ শতাংশ ভোটের মধ্যে ট্রাম্প ৫১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। রন ডিস্যান্টিস পেয়েছেন ২১ শতাংশ ও নিকি হ্যালি পেয়েছেন ১৯ শতাংশ। ১৯৮৮ সালে বব ডোল সবচেয়ে বড় ব্যবধানে আইওয়া ককাসের নির্বাচন জিতেছিলেন। ব্যবধান ছিল ১২ দশমিক আট শতাংশ। ভোট শুরুর আগে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থীর বিরুদ্ধে চড়া প্রচারে নেমেছিলেন তিনি। হ্যালের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, মার্কিন এই কূটনীতিক একজন অপ্রয়োজনীয় গ্লোবালিস্ট। অথচ তাকে একসময় জাতিসংঘে পাঠিয়েছিলেন ট্রাম্পই। গোটা অ্যামেরিকাজুড়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলছে। ক্যাপিটল দাঙ্গার অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো মামলাই তাকে পরবর্তী নির্বাচনের প্রার্থী হওয়া থেকে আটকাতে পারেনি।

আয়ানের মৃত্যুতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সামনে প্যান্ডোরার বাক্স

ঢাকা ঃ দেশে যখন ভোটগণনা চলছে, শিশু আয়ানের জীবনপ্রদীপ নিভছে তখন রাজধানীর এক হাসপাতালে। নির্বাচনের পর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন ডা. সামন্ত লাল সেন।

অভিনন্দিত হওয়ার সময়ে আয়ান ও আয়ানের মতো অসংখ্য শোকার্ত বাবামায়ের দুঃখ লাঘবের দায়িত্বও পেলেন তিনি।

ঢাকার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় আবারো আলোচনায় দেশের অবৈধ ক্লিনিক এবং হাসপাতাল। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন ইতিমধ্যে দেশের সব অনিবন্ধিত হাসপাতাল ও ক্লিনিক বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়ানের ভুল চিকিৎসার অভিযোগে অভিযুক্ত ইউনাইটেড হাসপাতালের কোনো লাইসেন্স নেই। তাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইতিমধ্যে হাসপাতালটি বন্ধ করে দিয়েছে।

মঙ্গলবার হাইকোর্ট আয়ানের পরিবারকে কেন পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে লাইসেন্স আছে এবং লাইসেন্সবিহীন সব ধরনের হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের তালিকা তিন মাসের মধ্যে জমা দিতে বলেছেন। এছাড়া আয়ানের মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে সাত দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন হাইকোর্ট।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ৩১ ডিসেম্বর বাড্ডার সাঁতারকুলে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিশু আয়ানকে তার বাবামায়ের সম্মতি ছাড়াই অতিরিক্ত অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে খত্না করানো হয়। এরপর পাঁচ বছরের শিশুটির জ্ঞান ফেরেনি। ৭ জানুয়ারি রাতে আয়ান মারা যায়। এরপর ওই হাসপাতালের দুই চিকিৎসক ও পরিচালকসহ আরো কয়েকজনকে আসামি করে বাড্ডা থানায় মামলা করেন আয়ানের বাবা শামীম আহমেদ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের টিম ওই মামলার পর হাসপাতালটি পরিদর্শন করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো লাইসেন্স দেখাতে না পারায় হাসপাতালটি বন্ধ করে দেয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. মো. মনিরুল আহসান ডয়চে ভেলেকে জানান, তারা লাইসেন্স ছাড়াই হাসপতালটি চালু করেছিলেন।

ওই হাসপাতালের ম্যানেজার (জনসংযোগ) আরিফুল হক স্বীকার করেন, লাইসেন্স নেই, তবে তার দাবি লাইসেন্সের আবেদন করা হয়েছে। আবেদন করেই হাসপাতাল বা ক্লিনিক চালু করে দেয়া বেআইনি বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক। তিনি বলেন, দেশে বেসরকারি অবৈধ ক্লিনিক বা হাসপাতালের বড় একটি অংশ এভাবেই চলছে।

মঙ্গলবার সকালে শিশু আয়ানের বাবা শামীম আহমেদসহ পরিবারের তিন সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামান্ত লাল সেনের সঙ্গে দেখা করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তখনই দেশের সব অবৈধ ক্লিনিক ও হাসপাতাল বন্ধ করার নির্দেশ দেন। আয়ানের বাবা বলেন, ''স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরই দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলেছেন। কিন্তু মামলার পর এখনো দায়ী চিকিৎসক ও নার্সদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। আর হাসপাতালটি বাইরে থেকে বন্ধ রাখলেও ভিতরে কী হচ্ছে জানি না। সেখানে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। সাংবাদিকরা ঢুকতে চাইলে তাদের ওপর হামলাও হয়।

দেশ জুড়ে অবৈধ হাসাপাতাল ও ক্লিনিক

সারা দেশে কতগুলো অবৈধ হাসপাতাল ও ক্লিনিক আছে তার হিসাব নেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে। তারা ২০২২ এবং২০২৩ সালে অভিযান চালিয়ে মোট দুই হাজারের বেশি হাসপাতাল ও ক্লিনিক বন্ধ করা হয়। এর মধ্যে ২০২২ সালের মে মাসে চার দিনের বিশেষ অভিযানে এক হাজার ১৪৯টি হাসপাতাল ও ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগ ও শহরে ২৯৬টি । ঢাকার বাইরে বন্ধ করা ৮৬৩টির মধ্যে চট্টগ্রামে ২৮৬টি, রাজশাহীতে ১৩৫টি, রংপুরে ১৪টি, ময়মনসিংহে ১২১টি, বরিশালে ৬৫টি, সিলেটে ৩৫টি এবং খুলনায় ৩০৩টি।

মঙ্গলবার সাভার ও ময়মনসিংহসহ কয়েক জায়গায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেগুলোর অধিকাংশই আবার চালু হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. মো. মনিরুল আহসান বলেন, যেগুলো বন্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্তও আছে। তাদের যে ত্রুটি ছিল তারা তা ঠিক করায় আবার চালু হয়েছে। আর অবৈধগুলো কিভাবে চালু হয় আমরা বলতে পারবো না। এগুলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেখার কথা। আর আমরা তো বন্ধ করতে পারি না। আমরা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে বন্ধ করি আদালতের সহায়তায়। তারা আবার আদালতে যায়। অনেকের লাইসেন্সের আবেদন করা আছে বা ট্রেড লাইসেন্স আছে এসব দেখিয়ে আবার চালু করে।

দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি ক্লিনিক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন ১৫ হাজার ৫০০। গত বছরের প্রথম দিকে এই সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। এক বছরেই বেড়েছে সাড়ে তিন হাজার। কিন্তু অবৈধ বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতাল কতগুলো তার হিসাব নেই। তার হিসাব বুঝতে কয়েকটি নমুনা দেয়া যাক। ঢাকার সাভারে নিবন্ধিত ক্লিনিক ৩০টি। কিন্তু সেখানে বেসরকারি ক্লিনিক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান আছে কমপক্ষে ২০০। সাভারের বেবসরকারি ক্লিনিক ও হাসপতাল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওয়াকিলুর রহমান বলেন, এখানে অবৈধদের দাপট বেশি। আমরা অবৈধ ক্লিনিকের তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দেয়ার পরও তেমন ব্যবস্থা নিতে দেখি না। মাঝেমধ্যে অভিযান চললেও আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে উপরের যোগাযোগ আছে। ওইসব ক্লিনিকে প্রায়ই ভুল চিৎসার খবর পাওয়া যায়। মৃত্যুর 'অভিযোগ'ও পাওয়া যায়। ময়মনসিংহে নিবন্ধিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১২০টি। কিন্তু সেখানে চালু আছে কমবেশি ৩০০। ক্লনিক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. তারা গুলন্দাজ বলেন, এখানে অনেক মানহীন এবং অবৈধ ক্লিনিক আছে। কুমিল্লায় নিবন্ধিত ক্লিনিকের সংখ্যা ৪০৪টি। কিন্তু বাস্তবে আছে এক হাজার ২০০।

বাংলাদেশে বৈধ ক্লিনিক ও হাপপাতালের চেয়ে অবৈধর সংখ্যা দুই গুনের বেশি হবে বলে মনে করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক এক পরিচালক। তিনি বলেন, ওইসব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি বিপদে পড়েছি। অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তাদের যোগাযোগ অনেক উপরে। এ নিয়ে এখন আর কথা বলতে চাই না। অবসরে আছি। নতুন করে ঝামেলায় পড়তে চাই না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান পরিচালক ডা. মো. মনিরুল আহসান বলেন, ''অবৈধ ক্লিনিক নিয়ে আমরা কোনো জরিপ করিনি। তবে আমরা গত দেড়দুই বছরে আটশ 'র মতো অবৈধ ক্লিনিক পেয়েছি। তাদের অধিকাংশই আবেদন করে বা ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে ক্লিনিক চালাচ্ছিল। এবার হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে। তাই আমরা একটা জরিপ করবো। ''আর অবৈধ ক্লিনিকের বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করি। তারপরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ আমরা পেয়েছি। বড় অভিযান শুরু করবো, বলেন এই কর্মকর্তা।

বৈধগুলোর অবস্থা

হাসপাতাল বা ক্লিনিকের লাইসেন্স পেতে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। ১০ শয্যার একটি ক্লিনিকের লাইসেন্স পেতে হলে ওই ক্লিনিকে কমপক্ষে তিনজন এমবিবিএস ডাক্তার, ছয়জন নার্স ও দুইজন ক্লিনার থাকতে হবে। প্রত্যেকটি বেডের জন্য কমপক্ষে ৮০ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে। অপারেশন থিয়েটার হতে হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সেইসঙ্গে আধুনিক যন্ত্রপাতি যা থাকতে হবে তার একটি তালিকাও দেওয়া আছে। এর সঙ্গে থাকতে হবে ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর, বিআইএন নম্বর, পরিবেশ ও নারকোটিকস বিভাগের লাইসেন্স। তবে আউটডোর, জরুরি বিভাগ ও অপারেশন থিয়েটার সব ক্লিনিকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। হাসপাতালের ধরন অনুযায়ী শর্ত নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশের জেলা, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে যেসব বৈধ বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতাল আছে তার অধিকাংশই ১০ বেডের লাইসেন্স দিয়ে চলছে। কিন্তু যেসব শর্তের কথা বলা হয়েছে বাস্তবে তা নেই। পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই, টেকনিশিয়ান নেই, কয়েকজন নার্স দিয়ে চালানো হয়। আবার নার্সরাও রেজিষ্টার্ড নয়। তাহলে ওইসব হাসপাতাল লাইসেন্স পায় কীভাবে? এ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. আমিনুল হাসান বলেন, ''লাইসেন্স দেয়ার আগে হাসপাতাল ভিজিটে যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের টিম। এটা আগেই তাদের জানিয়ে যাওয়া হয়। ওই ক্লিনিকের লোকজন তখন এমবিবিএস ডাক্তার, রেজিষ্টার্ড নার্স এবং যন্ত্রপাতি ভাড়া করে আনে। বেডগুলোর দূরত্ব ঠিক রাখা হয়। টিম চলে গেলে বেড আরো বাড়ানো হয়। আর ডাক্তাররা তো থাকেন না, ফলে মানহীন হাসপাতাল লাইসেন্স পায়। পরে এগুলো যে সেগুলো পরিদর্শন করা হবে সেই লোকবল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নাই।

বাংলাদেশ বেসরকারি ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেঃটার মালিক সমিতির সভাপতি ডা. মো. মনিরুজ্জামান বলেন, সারা দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি ক্লিনিক, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সাড়ে ১৫ হাজার হলেও আমাদের সদস্য ১২ হাজার। লাইসেন্স নাই এবং মানহীন কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে আমরা সদস্য করি না।তার কথা, ''আমরাও চাই অবৈধ হাসাপাতাল ও ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়া হোক। মানহীনগুলোও বন্ধ করা হোক। কিন্তু তারপরও আছে কীভাবে তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনি বলতে পারবে।

চিকিৎসকেও আসল নকল

বাংলাদেশে জেলা উপজেলা তো বটেই খোদ ঢাকা শহরেও অনেক ভুয়া চিকিৎক আছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে মাঝেমধ্যে তারা ধরাও পড়েন। কিন্তু তারপরও তাদের দমানো যায় না। এই ভুয়া চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন করতে গিয়ে গত বছর ঢাকায় একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক হামলারও শিকার হয়েছেন। তবে সবচেয়ে আতঙ্কের কথা হলো বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেঃটাল কাউন্সিল (বিএসডিসি) থেকে জালিয়াতি করে চিকিৎসক সনদ নেয়ার ঘটনাও ধরা পড়েছে। এরকম ১২ জন ভুয়া চিকিৎসকের সনদ নেয়ার ঘটনা ধরা পড়েছে ২০২২ সালে। বাংলাদেশে এখন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা ৮০ হাজারের মতো।

সম্পাদকীয়

ফিলিস্তিনি গণহত্যাকে অপরাধই ভাবে না তারা

২০২২ সালের ডিসেম্বরে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে বর্তমান ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে পশ্চিমা মূলধারার রাজনীতিকেরা, এমনকি ইসরায়েলের বিরোধী নেতারা একটি বিষয়ে একমত। সেটি হলো, এ মুহূর্তে একটি ইহুদি শ্রেষ্ঠত্ববাদী ও বর্ণবাদী সরকার ইসরায়েলকে চালাচ্ছে। ইসরায়েলের বর্তমান সরকারের চরিত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে দেশটির ইতিহাসের 'সবচেয়ে উগ্র', 'সবচেয়ে মৌলবাদী' এবং 'সবচেয়ে বর্ণবাদী' ভোটাররাই সেখানে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। সরকারের বর্তমান উগ্রপন্থী প্রবণতার বৈশিষ্ট্য এখন সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেকে এটিকে ইসরায়েলের 'প্রথম ফ্যাসিবাদী' সরকার বলে আখ্যায়িত করছেন। ইসরায়েলকে তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুরু করে বিদ্যমান সরকারের উত্থানের বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত ইসরায়েলপন্থী মূলধারার পশ্চিমা মানবাধিকার সংগঠনগুলো 'বর্ণবাদী' রাষ্ট্র বলে আসছিল। ১৯৬০ সাল থেকে ফিলিস্তিনিরা ও তাঁদের সমর্থকেরাও ইসরায়েলকে বর্ণনা করার জন্য এই 'লেবেল'ই বেছে নিয়েছিলেন। ইসরায়েলে এখন সেই একই সরকার, যে কিনা বরাবরই আন্তর্জাতিক নিন্দার বিষয় ছিল। এটি সেই সরকার, যে কিনা ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে চলমান গণহত্যামূলক যুদ্ধ শুরু করেছে। এটি সেই সরকার, যে কিনা এ পর্যন্ত এক লাখের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে এবং ২০ লাখের বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। এরপরও সেই বর্ণবাদী সরকার এবং

তার গণহত্যামূলক যুদ্ধকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা অর্থ, অস্ত্র ও বুদ্ধিপরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে আসছে। তারা ইসরায়েলি অপরাধকে ন্যায্যতা দিতে পিছপা হয়নি। এর আগেও তারা ইহুদি বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশকে সমর্থন দিয়েছিল, এখনো দিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি সরকার বর্ণবাদী, ফ্যাসিবাদী অথবা গণহত্যাকারী কি না, তা নিয়ে বিতর্ক করার প্রবণতা এখন কমে এসেছে। এসব বৈশিষ্ট্যকে ইসরায়েলি সরকারের নীতি হিসেবে ইসরায়েলিরা সানন্দে মেনে নিচ্ছেন। সম্প্রতি মিডল ইস্ট আইয়ের প্রধান সম্পাদক ডেভিড হার্স্ট তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, 'ইসরায়েলি ইহুদিদের মধ্যে যাঁরা গণহত্যামূলক বর্ণবাদ সমর্থন করে কথাবার্তা বলছেন, তাঁরা এখন আর শুধু সমাজের প্রান্তবর্তী সাধারণ মানুষ নন। এসব লোকের মধ্যে সেনা কর্মকর্তা, সংগীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও রাজনীতিকেরাও রয়েছেন। এসব মানুষ ইসরায়েলের মূলধারার চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করেন।' এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যে কেউ যুক্তিসংগতভাবে বলতে পারে, ইসরায়েলের ইহুদিরা স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানিতে চলে গিয়েছিল। সেখানে তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক হারে বোমা হামলা চালানোর এক মাসের বেশি সময় পর (তত দিনে গাজায় কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছে) ইসরায়েল ডেমোক্রেসি ইনস্টিটিউট নামের একটি সংস্থা এবং তেল আবিব ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে একটি জরিপ চালায়। সেই জরিপে দেখা গেছে, '৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ ইসরায়েলি ইহুদি বলেছেন, তাঁরা মনে করেন, ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) গাজায় যে বোমা হামলা চালিয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ ইহুদি বলেছেন, আইডিএফ যথার্থ পরিমাণ গোলাবারুদ ব্যবহার করছে এবং মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ ইসরায়েলি ইহুদি বিশ্বাস করেন, গাজায় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি গোলাবারুদ ব্যবহার করা হয়েছে।' ওই জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে গবেষকেরা বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলিদের ঘৃণা অনেকটা অনুসরণীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ জায়নবাদকে গণহত্যামূলক ধর্ম হিসেবে উন্মোচিত করেছে। গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের জাতিগতভাবে নির্মূল করা এবং তাদের মিসরের সিনাই উপত্যকায় তাড়িয়ে দেওয়ার ইসরায়েলি পরিকল্পনা নিয়ে ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যমগুলো ইতিমধ্যে 'যৌক্তিক' নিবন্ধ ছাপতে শুরু করেছে। ইসরায়েলের একটি পত্রিকা গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সিনাইয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাকে সমর্থন দিয়ে বলেছে, 'সিনাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বাসযোগ্য ও সমৃদ্ধ জায়গা যা গাজাবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে।'

জানা অজানা

আইন প্রয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে

প্রাণপ্রকৃতিতে পাখি মানে শান্তির অপর নাম। গ্রামের মাঠেঘাটে, শস্যভিটায়, একা বা জোড়ায় হেঁটে হেঁটে ঘুঘু পাখির শস্যদানা খাওয়ার দৃশ্য যে কারও নজর কাড়ে। কিন্তু গ্রামগঞ্জের অতিপরিচিত এ পাখি এখন আগের মতো দেখা যায় না। গ্রামগঞ্জের মানুষেরাই না বুঝে বা অতিলোভে পাখিটিকে মেরে ফেলছে। শরীয়তপুরের ডামুড্যায় একজন কৃষক সম্প্রতি ৪০-৫০টি ঘুঘু পাখি মেরে ফেলেছেন। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

ডামুড্যার সিড্যা ইউনিয়নের মধ্যসিড্যায় শাহজাহান মাতবর নামের ওই কৃষক ঘুঘু পাখি মেরে ফসলি জমিতে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সিড্যা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য। শাহজাহান মাতবর এবার ৩৫ শতাংশ জমিতে গমের আবাদ করেন। ওই জমিতে নানা প্রজাতির পাখি এসে গম খেয়ে ফেলছিল ও বিনষ্ট করছিল।

ফসল রক্ষার জন্য শাহজাহান জমিতে খাবারের সঙ্গে একধরনের বিষ প্রয়োগ করেন। বিষমিশ্রিত ওই খাবার খেয়ে ৪০-৫০টি পাখি মারা যায়। পরে শাহজাহান ৮-১০টি মরা ঘুঘু ফসলি জমিতে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখেন। বাকি মৃত পাখিগুলো মাটিচাপা দেওয়া হয়।

কৃষিনির্ভর উৎপাদনে পাখি ও কীটপতঙ্গের উপস্থিতি অপরিহার্য। ফসলের একধরনের নিরাপত্তাও দিয়ে থাকে তারা। ক্ষতিকর পোকামাকড়, ব্যাকটেরিয়া ও রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। ফলে সেই ফসলে তাদের হিস্যা থাকাও স্বাভাবিক। আর ফসল পাকলে খাদ্যের সন্ধানে পাখি তো আসবেই। এতে খেত ও কৃষকের ক্ষতি যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। ফসলের খেতে পাখির উপদ্রব নতুন কিছু নয়। আদিকাল থেকেই কৃষকদের কাছে এর নানা উপায় জানা আছে। তাই বলে একজন কৃষক হয়ে শাহজাহান মাতবর যে ঘৃণ্য কাজটি করেছেন, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২০১২ সালের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে বলা হয়েছে, পাখি নিধনের সর্বোচ্চ শাস্তি এক বছর জেল ও এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড। একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে অপরাধীর দুই বছরের জেল, দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ আইনের কোনো প্রয়োগ দেখা যায় না।

অযোধ্যায় আমন্ত্রণ ঃ দোলাচল কাটিয়ে স্বধর্মে কংগ্রেস

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাবন্ধিক

মোটাদাগটা টেনে দেওয়া হয়েছে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে সেই দাগের এক পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি-আরএসএস ঘোষণা করেছে, 'হয় তুমি হিন্দুত্বের পক্ষে, নয় বিপক্ষে।' রামমন্দির এখনো নির্মীয়মাণ। শেষ হতে অন্তত বছর দুয়েক লাগবে। কিন্তু তাতে কী? দেশের নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে বীরদর্পে প্রচার চলছে, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েও যাঁরা প্রত্যাখ্যান করছেন, তাঁরা সনাতন ধর্মের বিরোধী। প্রচারের লক্ষ। অবশ্যই কংগ্রেস, বামপন্থীসহ সেই সব দল, যারা এই অনুষ্ঠানকে 'রাজনৈতিক কর্মসূচি' ঘোষণা করে জানিয়েছে, নির্বাচনে ফায়দা লুটতে আরএসএস ও বিজেপি ধর্মকে হাতিয়ার করেছে।

কংগ্রেস সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেছে, 'দেশের লক্ষকোটি মানুষ ভগবান রামচন্দ্রের আরাধনা করেন। ধর্ম একান্তই প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। নিজস্ব বিশ্বাস। অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই আরএসএস ও বিজেপির রাজনৈতিক প্রকল্প। ভোটের দিকে তাকিয়ে তাই এই অসম্পূর্ণ মন্দির উদ্বোধনের ছক।' কংগ্রেস জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু ধর্মের রাজনৈতিকীকরণের কারণে তারা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছে।

কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, সংসদীয় দলের নেতা সোনিয়া গান্ধী ও লোকসভার বিরোধী নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে মন্দির কর্তৃপক্ষ ২২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিল।

ম্যাজিশিয়ান মোদির শ্রেষ্ঠ মায়াজাল

কংগ্রেসের রাজ্য পর্যায়ের নেতারা বলছেন, তাঁরা সুবিধামতো সময়ে অবশ্যই অযোধ্যায় যাবেন। কেউ যাবেন মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে। কেউ নিজের সুবিধামতো। কেউ কেউ মন্দির শেষ হলে। কংগ্রেস যে যাবে না, বিজেপি তা বিলক্ষণ জানত, তবু আমন্ত্রণ। কারণ, এটা তাদের 'দোধারি তলোয়ার'। কংগ্রেস গেলেও তাদের লাভ, না গেলে আরও বেশি। গেলে 'মোদি-কিরণে' তারা ম্রিয়মাণ হয়ে যেত, যেভাবে সূর্যের কিরণে ঢাকা পড়ে মিটমিটে তারা। আর না গেলে তাদের 'হিন্দুবিরোধী' ও 'দেশবিরোধী' বলে সহজেই দাগিয়ে দেওয়া যাবে। সেই প্রচেষ্টা অনেক দিন আগে থেকেই তারা শুরু করেছে।

আমন্ত্রণপত্র পাঠানো পর্যন্ত মোদি-অনুগত 'গোদি মিডিয়া' সমস্বরে গান্ধী ও খাড়গেদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। জানতে চেয়েছে, কী করবেন তাঁরা? অযোধ্যায় গিয়ে মোদির সাফল্যের সাক্ষী থাকবেন, নাকি না গিয়ে দেশবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করবেন? এমনকি এ কথাও জানতে চাওয়া হয়, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেখানেও তাঁরা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন কি না? যেদিন থেকে কংগ্রেস বলেছে তারা যাবে না, তার আগে থেকেই 'গোদি মিডিয়ার' চোখে কংগ্রেস 'সনাতন ধর্মের বিরোধী'।

উগ্র হিন্দুত্ববাদ নাকি উদারবাদ, কোনটা হবে ভারতের পরিচিতি, সেই নির্ণায়ক লড়াই এই মুহূর্তে কঠিন হতে পারে। কিন্তু সেটাই

ছিল ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের চেতনা। বিজেপির মন্দিরসর্বস্ব রাজনীতির মোকাবিলায় কংগ্রেস আদর্শগত দীর্ঘ লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে। যাত্রাপথ কঠিন, কিন্তু বিচ্যুতি না ঘটলে ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে ফলদায়ী।

মজার বিষয়, কংগ্রেসের মতো একই সিদ্ধান্ত শংকরাচার্যরাও নিয়েছেন। তাঁরা মোদিবিরোধী বিবৃতি দিয়েছেন! অসম্পূর্ণ মন্দির উদ্‌ঘাটনের পেছনে 'রাজনীতি' দেখেছেন। বলেছেন, মোদি-বন্দনার কোরাসে গলা মিলিয়ে হাততালি দিতে তাঁরা অযোধ্যায় যাবেন না। বিজেপি নেতৃত্ব এবং 'গোদি মিডিয়া' কিন্তু শংকরাচার্যদের শাপশাপান্ত করছে না! ভাবখানা এমন, যেন ওটা কোনো খবরই নয়! মূলধারার মিডিয়া এখন এমনই। বিলকিস বানুর ধর্ষকদের মুক্তি খারিজ হলো সুপ্রিম কোর্টে। গুজরাট সরকার তথ্য গোপন ও কারচুপির জন্য ভর্ৎসিত হলো। মোদি-অনুগত মিডিয়ায় তা নিয়ে হইচই নেই!

২২ জানুয়ারির গোটা অনুষ্ঠান হতে চলেছে 'মোদিময়'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু মোদি আর মোদি। প্রাণ প্রতিষ্ঠাসহ দিনভর সেদিন অযোধ্যায় যা কিছু হবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়া সেখানে অন্য সবাই এলেবেলে। মোদি নিজেই সেই সুর ভেঁজে রেখেছেন। মোদি বলেছেন, ভগবান রাম এই কাজের জন্যই তাঁকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। মহা প্রচারের ওয়ার্মআপও শুরু হয়ে গেছে।

নাসিকের এক মন্দিরে গিয়ে মোদি ঝাড়ু দিয়েছেন। সেই ছবিতে মিডিয়া সয়লাব। প্রধানমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠার মতো সন্ধিক্ষণে নিজেকে শুদ্ধ রাখতে টানা ১১ দিন ব্রত পালন করবেন। বিশেষ ধরনের নিয়ম-আচার মানবেন। কৃচ্ছ্রসাধন করবেন। বিজেপি বলেছে, এই ১১ দিন মোদি কার্যত 'উপবাস' করবেন। সামান্য কিছু না খেলে নয়, তাই যৎসামান্য 'সাত্ত্বিক' আহার করবেন। মন শান্ত রাখতে 'জপ তপ' করবেন। 'মৌনব্রত' পালনের চেষ্টা করবেন। মাটিতে 'শোবেন'।

কংগ্রেস প্রকাশ্যে জানতে চেয়েছে, যাবতীয় ধর্মীয় কর্মসূচি এবং ২২ জানুয়ারি 'রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা' হিন্দুধর্মের কোন শাস্ত্রমতে ও কোন পঞ্জিকা অনুযায়ী হতে চলেছে। বিজেপি তা আমলেই নিচ্ছে না। এই জমানায় গণমাধ্যমে সেটাই খবর, যেটা তারা প্রচার করে। যেখানে প্রচারই নেই, সেখানে জবাবদিহির প্রয়োজনই-বা কী? স্বীকার করা ভালো, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশেল বিজেপি অনেক দিন আগেই রপ্ত করেছে। এখন সেটা তারা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এ বছর লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দিরের উদ্বোধন ও 'রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা' হতে চলেছে তাদের তুরুপের তাস। এর মোকাবিলা কংগ্রেস কীভাবে করবে, অনেক দিন সে হদিস তারা পায়নি।

বিজেপির কট্টর হিন্দুত্বের জবাবে 'হিন্দুত্ববাদ' নাকি গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল-আজাদ অনুসৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা', কোন নীতি আঁকড়ে ধরবে, সেই দোলাচলে কংগ্রেস বারবার বিদ্ধ হয়েছে।

এই টানাপোড়েনে রাজীব গান্ধী শাহ বানু মামলায় পিছু হটেছেন। অযোধ্যার রামমন্দিরের তালা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিলান্যাস করাতে বাধ্য হয়েছেন। সেই দোলাচলে নরসীমা রাও নির্বাক দর্শক থেকেছেন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার দিন। রাহুলসহ শীর্ষ নেতারা প্রতিটি ভোটের আগে মন্দির পরিক্রমার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। বিজেপির কট্টর হিন্দুত্বের জবাবে নরম হিন্দুত্বের নামাবলি গায়ে চড়িয়েছে কংগ্রেস। লাভ হয়নি বিন্দুমাত্র।

বরং দোলাচলের দরুন ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে 'হিন্দুত্ববাদী' বিজেপির কাছে 'ধর্মনিরপেক্ষ' কংগ্রেস জমি খুইয়েছে। আজ বিজেপির প্রচারে কংগ্রেস 'মুসলমানদের দল'। দর্পের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্ব ঘোষণা করে, মুসলমানদের ভোট তাদের প্রয়োজন নেই। বলতে পারে, লড়াই যখন ৮০ বনাম ২০-এর, তখন তারা ৮০ শতাংশের সমর্থন নিয়েই সন্তুষ্ট। ওই নির্ঘোষ অবশ্যই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া নয়, সমাজ ও গণতন্ত্রের পীঠস্থানে হিন্দুত্ববাদ আজ কতটা প্রোথিত, তার প্রমাণ সংসদে বিজেপির একজনও মুসলমান সদস্য না থাকা!

রামমন্দির নিয়ে কংগ্রেসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাহুল গান্ধী আগামী দিনের লড়াইয়ের আঙ্গিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বিবেকানন্দের বিচারধারা স্মরণ করিয়ে তিনিও এক দাগ টেনেছেন। বলেছেন, স্বপ্নের ভারতের পরিচিতি কী হবে, যুবসমাজকে তা ঠিক করতে হবে। আবেগ, না জীবনযাত্রার প্রকৃত উন্নতি? উত্তেজক স্লোগান নাকি রোজগার? বিদ্বেষ, না ভালোবাসা? ধর্মীয় আবেগ, না বাস্তব সমস্যার সমাধান? মানুষই ঠিক করুক, তারা দাগের কোন দিকে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদ নাকি উদারবাদ, কোনটা হবে ভারতের পরিচিতি, সেই নির্ণায়ক লড়াই এই মুহূর্তে কঠিন হতে পারে। কিন্তু সেটাই ছিল ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের চেতনা। বিজেপির মন্দিরসর্বস্ব রাজনীতির মোকাবিলায় কংগ্রেস আদর্শগত দীর্ঘ লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে। যাত্রাপথ কঠিন, কিন্তু বিচ্যুতি না ঘটলে ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে ফলদায়ী। ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সংকল্প। কংগ্রেসের আদর্শ ও বিশ্বাসের ধ্রুবতারা ছিল তা। সেটাই কংগ্রেসের 'স্বধর্ম'। হিন্দুত্ববাদী দোলাচল তার পথ নয়। সেটা 'পরধর্ম'। কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে সে কথাটুকুই মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকার

বনজীবী বা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেই সুরক্ষিত বন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁরা জীবন-জীবিকার জন্য বনের সম্পদ আহরণ করার ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে বন মিশে থাকায় তাঁরা ভালো করেই জানেন প্রকৃতিমাতা বনকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখতে হয়। বন আর তার বাসিন্দাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক জৈবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কিন্তু মুনাফালোভীদের চোখ যখন সেখানে পড়ে, তখন আর সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে না। কৃষকের সোনার ডিম পাড়া হাঁসের উপকথাটিই সত্য হয়ে ওঠে। যে হাঁসটিই কৃষককে এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটিকেই তখন হত্যার আয়োজন চলে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ মহাপ্রাণ সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটতে দেখছি। সুন্দরবনের খালগুলোয় মাছ শিকারের জন্য হরেদরে বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে। স্থানীয় জেলেরা এর নাম দিয়েছেন 'পানিপড়া'। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে 'পানিপড়া' বা বিষ না প্রয়োগ করলে যথেষ্ট পরিমাণ মাছের দেখা মিলছে না। বিষ দেওয়ার ফলে ছানা, পোনা, ডিমসহ ঝাড়েবংশে সব মাছই মারা পড়ছে। বিষক্রিয়ায় মারা যাচ্ছে সাপ, ব্যাঙসহ জলজ প্রাণী। এসব প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল বনের অন্য প্রাণীদের ওপরও তার প্রভাব পড়ছে।

বিষ দিয়ে মাছ মারার কারণে সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের যে ক্ষতি হচ্ছে, সেটা অপূরণীয়। কিছু মানুষের মুনাফার প্রতি অতিরিক্ত লোভই বনের সর্বনাশ করে চলেছে। যাঁরা সেই মাছ খাচ্ছেন, তাঁরা কি বিষের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে পারছেন? ওই অঞ্চলের মানুষ এখন পারতপক্ষে সুন্দরবন থেকে ধরা মাছ খান না। পাঁচ বছর ধরে বনের প্রাণপ্রকৃতি হত্যার এই নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে চলেছে। বন বিভাগ ও মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই বছরে প্রশাসনের অভিযানে ২৯৩টি নৌকা ও সুন্দরবন থেকে বিষ দিয়ে ধরা ৩ হাজার ৬৬০ কেজি মাছ জব্দ করা হয়েছে। ২১৬টি মামলা ও ২২৪ জন জেলেকে আটক করা হয়। কিন্তু এরপরও ভয়াবহ এই অপরাধ কমছে না। কারণ, সুন্দরবনের জেলেরা দাদনের ফাঁদে বন্দী। অসাধু ব্যবসায়ীরা জেলেদের বাধ্য করেন কিংবা ফাঁদে ফেলেন বিষ দিয়ে মাছ ধরার জন্য। বনের রক্ষকদের কেউ কেউ ঘুষ নিয়ে এই অপরাধের সুযোগ করে দেন। সুন্দরবনের জলজ প্রকৃতি কতটা নাজুক, তা কয়রার জেলে ময়জুদ্দিন মোড়লের বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ৫২ বছর ধরে সুন্দরবনের খালে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করছেন তিনি। তাঁর শঙ্কা হলো, 'আমার জীবন তো কাইটে গেল, ছাওয়ালগের কী হবি?'

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জরুরি স্বার্থে সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরার এই অনাচার বন্ধ করতে হবে।

সাময়িকী

গাজায় শুধু গণহত্যা নয়, জাতিহত্যা চলছে

হাসান ফেরদৌস
প্রাবন্ধিক

জেনোসাইড লাতিন শব্দবন্ধটির দুটি অংশ জেনোস বা জাতি ও সাইড বা হত্যা। কখনো কখনো জেনোসাইডের বাংলা 'গণহত্যা' বলা হলেও সেটি সম্ভবত সঠিক অর্থান্তর নয়। একাত্তরে আমরা পাকিস্তানিদের হাতে শুধু যে গণহত্যার শিকার হয়েছিলাম, তা নয়। বাঙালি জাতিকে নির্মূল করার এক গভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবেই সেই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সে কারণে সেটি ছিল জেনোসাইড বা জাতিহত্যা। একইভাবে আজ গাজায় যা ঘটছে, তা কেবল গণহত্যা নয়, জাতিহত্যা। ফিলিস্তিন (আরবি উচ্চারণে ফলাস্তিন) নামক জাতিকে আক্ষরিক অর্থে নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েই ইসরায়েল গাজায় ১০০ দিন ধরে নজিরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞে মেতে রয়েছে। এ ধ্বংসযজ্ঞের একমাত্র নাম জেনোসাইড বা জাতিহত্যা।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে) বা আন্তর্জাতিক বিচার আদালত বা বিশ্ব আদালতে মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জেনোসাইডের অভিযোগে এটি আইসিজের সামনে দ্বিতীয় মামলা, এর আগে গাম্বিয়া রোহিঙ্গা জাতিহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে। সে মামলা এখনো চলছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলায় দক্ষিণ আফ্রিকা একা নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক দক্ষিণের অনেক দেশ, যাদের একটি বাংলাদেশ। গত সপ্তাহে মামলা শুনানির অংশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসরায়েল তাদের প্রাথমিক বক্তব্য পেশ করেছে।

৮৪ পৃষ্ঠার তথ্য-উপাত্ত

এই মামলার কেন্দ্রে রয়েছে ১৯৪৮ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক জেনোসাইড কনভেনশন বা চুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির হাতে সুপরিকল্পিত জাতিহত্যার অংশ হিসেবে ৬০ লাখ ইহুদি প্রাণ হারায়। এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে, এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি প্রণয়ন করা হয়। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ১৫৩টি দেশ এই চুক্তিকে তাদের জন্য আজ্ঞানুবর্তী 'আইন' হিসেবে মেনে নিয়েছে। অন্য কথায়, এই আইনের ভিত্তিতে আইসিজে যদি কোনো দেশের ব্যাপারে কোনো রায় দেন, সে রায়ের বাস্তবায়ন নির্দেশিত দেশসহ বিশ্ব সংস্থার সব সদস্য আইনত মেনে চলতে বাধ্য। এটি কাগজে-কলমে লেখা থাকলেও বাস্তবে অবশ্য অনেক সময়েই তা ঘটে না কারণ, তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কোনো প্রক্রিয়া বা হাতিয়ার আইসিজের এখতিয়ারে নেই। ২০২২ সালের মার্চ মাসে আইসিজে রাশিয়াকে ইউক্রেনে তাদের যুদ্ধ থামাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাশিয়া সে রায় মানার কোনো প্রয়োজন দেখেনি। ২০০৪ সালে একই আদালত ইসরায়েলকে অধিকৃত ফিলিস্তিনে প্রতিবন্ধক দেয়াল নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ইসরায়েল সে নির্দেশ আদৌ আমলে নেয়নি।

যে ৮৪ পৃষ্ঠার তথ্য-উপাত্ত দক্ষিণ আফ্রিকা তার অভিযোগের স্বপক্ষে আদালতে উপস্থিত করেছে, তা থেকে কোনো সন্দেহ থাকে না গাজায় ইসরায়েলের লক্ষ্য শুধু হামাস নয়, ফিলিস্তিন নামক জাতিকে হয় নির্মূল করা, নয়তো এই অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা। এ কথা প্রমাণ করতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে খুব কষ্ট করতে হয়নি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী থেকে সেনা কমান্ডার পর্যন্ত বিস্তর কর্তাব্যক্তি কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলেছেন, প্রত্যেক গাজাবাসীকে নিশ্চিহ্ন বা বহিষ্কার না করা পর্যন্ত তাদের অভিযান থামবে না। একজন মন্ত্রী হাতে তিন আঙুল গুনে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে, পালাও, আত্মসমর্পণ করো, অথবা মরো। আরেক মন্ত্রী বলেছেন, গাজায় তাঁরা পানি, খাদ্য ও বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেবেন। সদম্ভে বলেছেন, এদের সবাইকে মিসরের সিনাই মরুভূমিতে ঠেলে পাঠানো হবে, গাজায় নতুন ইহুদি বসতি গড়ে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পর্যন্ত বলেছেন, এই 'মানবপশুদের' নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত সামরিক অভিযান বন্ধ হবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের মামলার আবেদনপত্রে এই জাতীয় বিস্তর উদ্ধৃতি অক্ষরে অক্ষরে তুলে ধরে বলেছে, শীর্ষস্থানীয় নীতিনির্ধারকদের বক্তব্য ও গৃহীত সামরিক ব্যবস্থা থেকে স্পষ্ট, গাজায় ইসরায়েল কী চায়, কী তার 'ইন্টেন্ট'। এ কোনো আত্মরক্ষা নয়, জাতিহত্যা।

ইসরায়েলের দাবি কতটা টিকবে

জবাবে ইসরায়েল দাবি করেছে, ফিলিস্তিনিরা নয়, তারাই জাতিহত্যা হুমকির সম্মুখীন। প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করে দক্ষিণ আফ্রিকা জেনোসাইড চুক্তির অপব্যবহার করছে। ইসরায়েলের এই কথায় খুব যে ওজন আছে, সে কথা জায়নবাদীরা ছাড়া আর কেউ বলবে না। ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের হামলা নিন্দনীয়, কিন্তু সেটি ইহুদি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি জাতিহত্যা, এ কথা বলে পার পাওয়া কঠিন, বিশেষত নিহত মানুষের আনুপাতিক সংখ্যা ১ হাজার ২০০ বনাম প্রায় ২৪ হাজার। একাধিক ইসরায়েলি পত্রিকা স্বীকার করেছে, এই মামলার ফলে ইসরায়েল তার অস্তিত্ব নিয়ে হুমকির মুখে পড়েছে। এ কথা বলার একাধিক কারণ রয়েছে। জেনোসাইড চুক্তিটির সঙ্গে ইসরায়েলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব জড়িত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সংঘটিত 'হলোকাস্ট' ব্যবহার করে এখনো তারা পশ্চিমা বিশ্বের সহানুভূতি দাবি করে থাকে। ইসরায়েল নিজেই এখন সেই জাতিহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। নিজের জন্য যে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সে দাবি করে থাকে, আইসিজের রায় তার বিরুদ্ধে গেলে তেমন দাবির আর কোনো যৌক্তিক মূল্যই থাকবে না। সে নিজে বিশ্বের মানুষের ঘৃণার সম্মুখীন হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা যে এমন মামলা করবে, তা সম্ভবত ইসরায়েলের হিসাবের বাইরে ছিল। এই মামলা যে এত দ্রুত এত অধিক সংখ্যক দেশের সমর্থন অর্জন করবে, সেটাও সে ভাবেনি। মামলা আদালতে ওঠার পর থেকেই নেতানিয়াহু তাঁর সুর পাল্টে ফেলেছেন। দুই দিন আগেও তিনি বলেছেন, গাজা থেকে সরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। এখন বলছেন, গাজা দখলে রাখার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। তিনি নিজের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাবধান করে বলেছেন, তাঁরা যেন এমন কোনো কথা না বলেন, যা এই মামলায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে। ইসরায়েলের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তিপত্রে বলা হয়েছে, গাজায় তার অভিযান শুধু নিজের আত্মরক্ষার জন্যই করা। কোনো কোনো রাজনীতিক বা সেনাসদস্য বেফাঁসে যে কথা বলেছেন, তা রাজনৈতিক বক্তব্য, ব্যক্তিগত আবেগ থেকে বলা। অথচ এ কথাগুলো যে দেশের 'ওয়ার ক্যাবিনেট' বা যুদ্ধমন্ত্রী সভায় বলা হয়েছে, যাঁরা বলেছেন তাঁদের মধ্যে যুদ্ধমন্ত্রী ও বিচারমন্ত্রীও রয়েছে, সে কথা ইসরায়েল বেমালুম চেপে গেছে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্ডি, বোরেয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand. : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মাতা মঙ্গল চণ্ডী ইচাগড়ের বাসিন্দাদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি দিন ঃ হরেলাল মাহাতো

বামনীর পাঁচশ বছরের প্রাচীন মাতা মঙ্গল চণ্ডীপাঠে ভক্তদের অসংখ্য ভিড় জমে

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা জেলার নিমডিহ ব্লকের দলমা পর্বতমালার পাদদেশে বামনি গ্রামে অবস্থিত, ব্রিটিশ যুগের ঐতিহ্য মাতা মঙ্গল চণ্ডী (মাতা দুর্গার মঙ্গল রূপ), বিখ্যাত প্রাচীন বিশ্বাসের কেন্দ্র, মাতা খেলাই চণ্ডী থান। মঙ্গলবার, আখ্যান যাত্রার শুভ উপলক্ষ্যে, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার ভক্তদের একটি বিশাল ভিড় এই বিখ্যাত প্রাচীন মা মঙ্গল চণ্ডী থানে জড়ো হয়েছিল। এ উপলক্ষ্যে ভক্তরা তাদের মানত পূরণ করে পাশের একটি পুকুরে মাটি উত্তোলনের অনুষ্ঠান করে দেশ, রাজ্য, গ্রাম ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন। এরপর হাজার হাজার ভক্ত ভক্তিভরে মা মঙ্গল চণ্ডীর পুজা করেন। ভক্তরা পুকুরে স্নান করে ডান্ডিতে (মাটিতে শুয়ে) মঙ্গল চণ্ডী থানে পৌঁছেন।

আজসূ পার্টির কেন্দ্রীয় মহাসচিব হরেলাল মাহাতো মাথা নত করে বামনিতে মা মঙ্গল চণ্ডী থানে সময় ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের সুখ, খ্যাতি, গৌরব, সমৃদ্ধি এবং শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এর আগে হরেলাল মাটি উত্তোলনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। এ উপলক্ষে হরেলাল মাহাতো বলেন, মাতা মঙ্গল চণ্ডী দেশ ও ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের সমৃদ্ধ করে রাখুন। এলাকায় সুখ শান্তি দিন। মা মঙ্গল চণ্ডী থান পূজা কমিটির পৃষ্ঠপোষক, ৫২ মৌজার জমিদার প্রয়াত শংকরি প্রসাদ সিংহ পাত্রের কনিষ্ঠ পুত্র নিমডিহ জেলা পরিষদের সদস্য অসিত সিং পাত্র বলেন যে এই বিশ্বাসের কেন্দ্রটি ব্রিটিশ যুগের শুরু থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর অষ্টম প্রজন্মের পূর্বপুরুষরা এই স্থানে মা মঙ্গল চণ্ডীর পূজা শুরু করেছিলেন। বিশ্বাসের এই প্রাচীন ঐতিহ্য আজও টিকে আছে এই এলাকার বাসিন্দাদের মনে। এই সিদ্ধপীঠে যা ইচ্ছা করা হয় তা পূরণ হয়।

বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সবাই এগিয়ে আসুন, ২৮ জানুয়ারী তে গোপাল ময়দান চলুন

জামশেদপুর ঃ কলহান বঙ্গ উৎসব সমিতির উদ্যোগে বিগত বছর থেকে ঝাড়খন্ডে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর জন্য আন্দোলন চলছে।এই সুবাদে ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন বঙ্গ ভাষী সংস্থা নিজ নিজ স্তরে বিভিন্ন কাজ করে চলেছেন।তার মধ্যে অপুর পাঠশালা একটি জ্বলন্ত উদাহরন।এই পাঠশালা গ্রামে গ্রামে খোলা হয়েছে ও হচ্ছে যেখানে নিশুলক ভাবে বাংলা ভাষা শেখানো হচ্ছে।কিছু কিছু কাজ আছে যেখানে একতার প্রয়োজন হয়।কথায় বলে,,একতাই বল।সরকার কে চাপ দিতে হলে ও আন্দোলন করতে হলে আমাদের সবাই কে এক হতে হবে।আমরা ঝাড়খন্ডে বহু সংস্থা,সমিতি ও ক্লাবের মাধ্যমে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম,সমাজ সেবা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করছি।আমাদের পথ ও মত আলাদা কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির মঞ্চে আমরা সবাই এক বা সবাই কে এক হওয়া উচিত।আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমাদের অস্তিত্ব ও হারিয়ে যাবে।আমরা গ্রামে থাকি বা শহরে থাকি,আমাদের জাতি ও বর্ণ যাই হউক না কেন,যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারাই বাঙালী।তাই আমাদের বাঙালিদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে রক্ষা করার জন্য গত বছর গোপাল ময়দানে বঙ্গ উৎসব হয়েছিলো বঙ্গ উৎসব সমিতির উদ্যাগে।তার ফল ভালো হয়েছিলো।তাই এ বছর ও আগামী ২৮ শে জানুয়ারী রবিবার সারাদিন ব্যাপী বঙ্গ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে কলহান বঙ্গ উৎসব সমিতির উদ্যাগে।বঙ্গ উৎসব মানে নাচ গান ও খাওয়া দাওয়া নয় তার সাথে সাথে আলাপ আলোচনা,কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা ও কিভাবে ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানো যায় তার কর্ম পন্থা নির্ধারণ করাও উৎসবের অঙ্গ হবে।তাই সকল বঙ্গ ভাষীদের কাছে করবদ্ধ ভাবে আবেদন করা হচ্ছে যে ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সেদিন একটু সময় দিন ও তন মন ধন দিয়ে ২৮ জানুয়ারীর অনুষ্ঠান কে সফল করুন।চলুন সবাই জামশেদপুরের গোপাল ময়দানে।

পোটকার বিভিন্ন গ্রামে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৭ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী ধুমধামের সাথে পালন করা হবে

পোটকাঃ পুব্ব সিংভূম জেলার অন্তর্গত পোটকার বিভিন্ন গ্রামে জামশেদপুরের সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৭ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী আগামী ২৩শে জানুয়ারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সাথে পালন করা হবে এ কথা জানালেন নেতাজী জয়ন্তী পালনের সংযোজক সুনীল কুমার দে। সকাল ৯ টায় নুয়াগ্রাম প্রার্থমিক বিদ্যালয়ে নেতাজীর জয়ন্তী পালন করা হবে।এই উপলক্ষে প্রভাত ফেরি,নেতাজীর জীবনী নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতা হবে।সকাল ১০.৩০ টায় সরস্বতী শিশু মন্দির হলুদপুকুরে নেতাজীর জন্ম জয়ন্তী পালন করা হবে।এই উপলক্ষে প্রভাত ফেরি,বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নেতাজীর জীবনী নিয়ে আলোচনা,প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতা,পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম হবে।বেলা ২ টায় খয়েরপাল গ্রামে নেতাজী চকে নেতাজীর জন্ম জয়ন্তী ধুমধামের সাথে পালন করা হবে।এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী দ্বারা ভব্য প্রভাত ফেরি,বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা,নেতাজীর জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা,সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম ,প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে।এই উপলক্ষে সকল নেতাজী প্রেমীদের সাদরে আমন্ত্রন জানানো হচ্ছে।

পোটকার হলুদপুকুর গ্রামে ও কালিকপুর গ্রামে ১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এসেছিলেন।সেজন্য আমরা সমস্ত পোটকা বাসী গর্বিত ও ধন্য।

টুকরো খবর

কিশোরীর মনের যত্নে মায়ের ভূমিকা

কলকাতা ঃ মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এখন সবাই সচেতন হচ্ছেন। পরিবারের কাঠামো শিশু কিশোর আর তরুণের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেয়ে শিশু ও কিশোরীরা পরিবারে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় থাকে বাংলার প্রেক্ষিতে। আমাদের বইপত্রে বা শিক্ষাব্যবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা কম বলে মেয়ে শিশু ও কিশোরীরা নারী স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে জানার সুযোগ পায় কম। মেয়ে শিশু ও কিশোরীর মনের যত্নে মা হতে পারেন পথপ্রদর্শক, মা হতে পারেন দায়িত্বশীল রোল মডেল। মেয়ে শিশু ও কিশোরীকে বুঝতে হবে ঃ আপনি একজন মা। আপনার মত করে আপনার মেয়ে শিশু ও কিশোরীকে বুঝলে চলবে না। বয়সের পার্থক্য ও যুগের ভিন্নতার একটা বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে। একেকজন মানুষ একেক মননের অধিকারী। একেক জন মানুষের ভাবনা একেক রকম। কিশোরী মনের নানান প্রশ্ন থাকে। নানান বিষয়ে তার আগ্রহ থাকে। মা হিসেবে আপনার মেয়ে শিশু ও কিশোরী কেমন তা আপনাকে জানতে হবে। সে কিভাবে দুনিয়া দেখে, সে কিভাবে বাস্তবতাকে বুঝতে চায় তা মা হিসেবে আপনাকে জানতে হবে।

সম্পর্ক সাবলীল করুন ঃ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় মামেয়ের সম্পর্ক কিছুটা শীতল থাকে। বিশেষ করে বয়সন্ধিকালীন সময়ের মত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্বে। মাকে কন্যা ভয় পাবেন এটাকে স্বাভাবিকভাবে ধরে নেই আমরা। এতে একটা মানসিক ও সম্পর্কগত দূরত্ব তৈরি হয়। মামেয়ের সম্পর্ক সাবলীল রাখার চেষ্টা করতে হবে। মা হিসেবে মেয়ে শিশু ও কিশোরীর চিন্তার দুনিয়া সাজানোর চেষ্টা না করাই ভালো। আপনার মেয়ে শিশু ও কিশোরী যেভাবে পৃথিবী দেখতে চায় তা জানার চেষ্টা করুন। কৈশোর সময়ে সম্পর্ক কঠিন থাকলে পরবর্তীতে আপনার মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সম্পর্ক স্বাভাবিক অবস্থায় আনা কঠিন হয়ে পড়ে।

পাশে থাকুন, কথা শুনুন ঃ মেয়ে অনেক কিছুই আপনাকে বলতে ভয় পাবে। আপনার মেয়ে স্কুল কলেজে অনেক ভুল করবে এটাকে স্বাভাবিক ধরে নিন। ভুলের কারণে মানসিক বা শারিরীক শাস্তি এড়িয়ে চলতে হবে। আপনার মেয়ে শিশু ও কিশোরীর পাশে থাকার চেষ্টা করুন। অনেক ময় মা হয়ে রাগ করে চুপ থাকি আমরা। এমনটা না করে বরং তার কথা শুনতে চেষ্টা করুন। কিশোরী বয়সে মেয়ে অনেক শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তা মা হিসেবে সব সময় চেষ্টা করতে হবে মেয়ের পাশে থাকতে। মজার ছলে তাকে তার শারিরীক গড় বা তার সহপাঠীর পরীক্ষার নম্বর দিয়ে তুলনা করা যাবে না। বরং তাকে তার মতো করে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা বোঝানোর চেষ্টা করুন। সে যেন তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাকে শোনাতে পারে, আপনি যেন তার কথা শুনছেন এমন মানবিক হওয়ার চেষ্টা করুন। কোন ভুল হয়ে থাকলে, কন্যা যেন প্রথম আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসে সেভাবেই নিজেকে তৈরি করুন।

শিখতে জানতে অনুপ্রাণিত করুন ঃ মা হিসেবে আপনার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ভরণপোষণ কিংবা তিনবেলা খাবার আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই কিন্তু আপনার দায়িত্ব না। আপনার কন্যাকে একজন মেয়ে হিসেবে না বরং একজন মানুষ হিসেবে শেখার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। শৈশব থেকেই চেষ্টা করুন তার মত করে সৃজনশীল কাজে যুক্ত করতে। স্কুল কলেজের সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাঁধা দেবেন না। নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে অনুপ্রাণিত করুন। বইপড়া, ম্যাগাজিন পড়া, স্কুল কলেজে স্কাউটিং গার্লস গাইডের মত সহশিক্ষামূলক কাজে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করুন। আপনার অনুপ্রেরণাতেই হয়তো বাংলাদেশ দ্বিতীয় নিশাত মজুমদার ওয়াসফিয়া নাজরীনের দেখা পাবে।

নিজের চাপ চাপিয়ে দেবেন না ঃ মানুষ হিসেবে আমাদের অনেক অতীতের কষ্ট বা ট্রমা থাকে। আমরা সেই দুঃখের ঝাপি আমাদের সন্তানের উপরে চাপিয়ে দেই। এমনটা না করাই আপনাদের সম্পর্কের জন্য শ্রেয়। নিজের দুঃখ কষ্ট আপনার বন্ধু হিসেবে আপনার কন্যাকে জানাতে পারেন। সেই দুঃখের ইতিহাস থেকে সে যেন কিছু শিখতে পারে সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিন। আপনার ব্যাথা বা কষ্ট থেকে যেন আপনার মেয়ে শিশু ও কিশোরীর বাস্তব জীবন সম্পর্কে ধারণা পায়, দুঃখ নয়।

নিজের স্বপ্ন মেয়ে শিশু ও কিশোরীর উপরে চাপিয়ে দেবেন না ঃ আমরা আমাদের আকাঙ্খিত স্বপ্ন বা আশা আমাদের সন্তানের মাধ্যমে অর্জন করতে চাই। অনেকেই চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের স্বপ্ন মেয়ে শিশু ও কিশোরীর উপরে চাপিয়ে দেই। আপনি হয়তো চিকিৎসক হতে পারেননি, কিন্তু মেয়ে শিশু ও কিশোরীকে ছোট বেলা থেকে চিকিৎসক হতেই হবে বলে চাপ প্রয়োগ করেন। এমনটা করা যাবে না।

একাকী চলার কৌশল শেখান ঃ পৃথিবী বিশাল জায়গা। আপনি মা হিসেবে মেয়ে শিশু ও কিশোরীর জীবনে ২০-২২ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারবেন। এরপরে পৃথিবীর বাস্তবতায় আপনার মেয়ে শিশু ও কিশোরীকে একজন মানুষ হিসেবে বাস্তব দুনিয়ার নানান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। একাকী পৃথিবীতে চলার কৌশল জানাতে হবে আপনার মেয়ে শিশু ও কিশোরীকে। মানুষ হিসেবে তাকে নানান কৌশল জয় করার কৌশল শেখাতে হবে। মেয়ে শিশু ও কিশোরী হয়ে জন্মেছে বলে যে শুধু ঘরের কাজ শেখাবেন বিষয়টি এমন নয়। গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে সে যেন পাহাড় জয় করতে পারেন এমন ভাবে তৈরি করুন মেয়ে শিশু ও কিশোরীকে। সামনের দুনিয়ার জন্য তৈরি করুন আপনার মেয়ে শিশু ও কিশোরীকে। মানুষ হিসেবে তাকে পথ চেনাতে হবে আপনাকে। কম্পাস হয়ে তার জীবনে নিজের অবস্থান তৈরি করুন।

চোখধাঁধানো যে গোলে পুসকাস পুরস্কার জিতলেন তরুণ ব্রাজিলিয়ান

প্যারিস ঃ ফুটবলে কখনো কখনো সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে একটি মুহূর্তে। সেটি একটি ড্রিবলিং, একটি সেভ কিংবা দারুণ কোনো ট্যাকলও হতে পারে। তবে সেই দারুণ মুহূর্তগুলোর অন্যতম যে গোল করার মুহূর্ত, তা না বললেও চলে। সারা বছর বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত অস্বীকৃত ফুটবলে অসংখ্য গোল হয়। সেই গোলগুলোর মধ্যে একটিকে দেওয়া হয় বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার বা পুসকাস অ্যাওয়ার্ড। হাঙ্গেরির কিংবদন্তি ফুটবলার ফেরেঙ্ক পুসকাস ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে দুর্দান্ত সব গোল করার কারণেই পুরস্কারের এমন নাম বেছে নিয়েছে ফিফা। এই পুরস্কারটি এবার উঠেছে ব্রাজিলিয়ান তরুণ গিলের্মে মাদরুগার হাতে। বোতাফোগোর এই ডিফেন্সিভ মিডফল্ডার বক্সের বাইরে থেকে চোখধাঁধানো ওভারহেড কিকে গোল করে জিতে নিয়েছেন ২০২৩ সালের জন্য বিবেচিত পুরস্কারটি। দর্শক এবং ফুটবল বিশ্লেষকদের ভোটে পুরস্কারটি জয়ের পথে তিনি পেছনে ফেলেছেন স্পোর্টিং লিসবনের নুনো সান্তোস এবং ব্রাইটনের টিনএজার হুলিও এনসিসোকে। সান্তোস লিসবনের হয়ে করেছেন দারুণ এক র‍্যাবোনা গোল এবং এনসিসোর গোলটি ছিল দলগত প্রদর্শনীর পর বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া নিঁখুত শটের গোল। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মাদরুগার অবশ্য গোল করার তেমন অভ্যাস নেই। পাঁচ বছরের ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে করেছেন মাত্র ৭ গোল। এমনকি ব্রাজিলিয়ান লিগের সিরি বিতে বোতাফোগোর হয়ে নোভোরিজোনতিনোর বিপক্ষে করা গোলটিই ছিল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সময়ে করা তাঁর একমাত্র গোল। অথচ সেই গোলটিই কি না মাদরুগার হাতে তুলে দিল সারা জীবন মনে রাখার মতো এক পুরস্কার।

সেদিন বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে গিয়েছিল বোতাফোগো। বক্সের ভেতর থেকে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় হেডে বল ক্লিয়ার করলে সেটি বক্সের বাইরে চলে আসে। এরপর বল মাটিতে পড়ার আগে লেগে থাকা মার্কারকে ছিটকে সেখান থেকেই ওভারহেড কিক নেন মাদুরগা। গোলরক্ষক পিছিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলের নাগাল পাননি। আর আকস্মিক করা এই গোলটিই মাদরুগার হাতে তুলে দিয়েছে বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার। এদিন পুরস্কার হাতে মঞ্চে এসে আবেগাপ্লুত হয়েছেন এই তরুণ ব্রাজিলিয়ান।

নিজের পুরস্কার জেতার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'ম্যাচের পর আমি গোলের ভিডিওটি আবার দেখি এবং তখন আমি বুঝতে পারি যে কী করেছি। আমার ভাই এবং আমি একে অপরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি তাকে বলেছি, ভাই, এটা কি আমিই করেছি?'

নাদালও সৌদি আরবে

রিয়াদ ঃ সৌদি আরব তাহলে কোনো কিছুই বাদ রাখছে না!

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে ইউরোপ থেকে তারকাদের উড়িয়ে আনা হয়েছে। তাতে আলাদা করে নজর কেড়েছে সৌদি প্রো লিগ। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, করিম বেনজেমা, নেইমার থেকে সাদিও মানে, কে নেই! চোখ পড়েছে গলফেও। সৌদির সার্বভৌম সম্পদ তহবিল 'পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের' (পিআইএফ) অর্থায়নে পেশাদার গলফের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট পিজিএ ট্যুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এলআইভি গলফ ট্যুর চালু করেছে, যা গলফবিশ্বকেই দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। বিনিয়োগ করেছে ফর্মুলা ওয়ানেও।

ক্রিকেটও সম্ভবত বাদ পড়ছে না। গত ডিসেম্বরেই ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, আইপিএলের আদলে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা ভাবছে সৌদি আরব। খেলাধুলা দিয়ে বৈশ্বিকভাবে সৌদির ইমেজ বাড়ানোর এই প্রচেষ্টায় তাহলে টেনিস বাদ থাকবে কেন? না, সেটিও বাদ পড়ছে না। গতকাল সৌদি টেনিস ফেডারেশনের দূত হিসেবে রাফায়েল নাদালের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। খেলাধুলার জগতে নিজেদের পদচারণ বাড়াতে আরও বেশি করে পেশাদার টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চায় সৌদি আরব। সে চেষ্টাতেও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে দেশটি। এরই মধ্যে ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে সৌদি আরবের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সৌদি টেনিস ফেডারেশনের বিজ্ঞপ্তিতে ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী স্প্যানিশ কিংবদন্তি নাদাল বলেছেন, 'সৌদি আরবের যেখানেই তাকান, সমৃদ্ধি এবং উন্নতি দেখতে পাবেন। আমি এর অংশ হতে পেরে রোমাঞ্চিত। আমি টেনিস চালিয়ে যাব, কারণ খেলাটাকে ভালোবাসি। কিন্তু নিজের খেলার বাইরে আমি চাই এই খেলাটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক। সৌদি আরব এ ক্ষেত্রে সত্যিই সম্ভাবনাময় দেশ।'

প্রায় এক বছর বিরতির পর ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল দিয়ে কোর্টে ফিরেছিলেন নাদাল। এরপর তাঁর চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলার কথা থাকলেও ব্রিসবেনে কোয়ার্টার ফাইনালে পাওয়া চোটে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম থেকে ছিটকে পড়েন। নাদাল এর আগে বলেছিলেন, ২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনকে বিদায় বলার 'উচ্চ সম্ভাবনা' আছে।

২০২৩ সালটা টেনিসে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে নাদালকে নিজেদের দূত হিসেবে ঘোষণা করেছে সৌদি টেনিস ফেডারেশন। গত বছর প্রথম এটিপি ট্যুর ইভেন্ট আয়োজন করেছে সৌদি আরব। এ ছাড়া দুটি প্রদর্শনী ম্যাচও আয়োজন করা হয়েছে গত বছর নোভাক জোকোভিচ বনাম কার্লোস আলকারাজ এবং আরিয়ানা সাবালেঙ্কা বনাম উনস জাবির।

নাদাল সম্প্রতি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ছোটদের একটি টেনিস প্রশিক্ষণ সেন্টার দেখতে গিয়েছিলেন। গতকাল সৌদি টেনিস ফেডারেশন জানিয়েছে, দূত হিসেবে নতুন ভূমিকায় তিনি 'প্রতিবছর সৌদিতে সময় দেবেন' এবং খেলাটির উন্নয়নে সাহায্য করার পাশাপাশি রাফায়েল নাদাল টেনিস একাডেমি তৈরির অগ্রগতিও পর্যবেক্ষণ করবেন। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের 'ভিশন ২০৩০' সংস্কার প্রকল্পে খেলাধুলায় অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সৌদি আরবকে পর্যটন এবং ব্যবসার অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে চান তিনি। তবে সমালোচনাও চলছে। খেলাধুলাকে ব্যবহার করে সৌদির আন্তর্জাতিক খ্যাতি বাড়ানোর এই চেষ্টাকে 'স্পোর্টস ওয়াশিং' বলছেন সমালোচকেরা। অন্যদিকে সৌদি আরবে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বহু আগে থেকেই সোচ্চার উন্নত বিশ্ব।

গত বছর নভেম্বর ডিসেম্বরে জেদ্দায় নেক্সট জেন এটিপি ফাইনালসের আয়োজন করেছিল সৌদি টেনিস ফেডারেশন। এ নিয়ে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই টুর্নামেন্ট 'ইঙ্গিত দেয় যে টেনিসকে আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বানাতে চাই আমরা এবং এখানে আয়োজিত হতে যাওয়া অনেক পেশাদার টেনিস টুর্নামেন্টের শুরুটা হলো এটা (নেক্সট জেন এটিপি ফাইনালস) দিয়ে।'

গত বছর ব্যাংকে ছিল ১ লাখ, এক ম্যাচ জিতেই পাচ্ছেন ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা

কাজাখস্তান ঃ প্রথম যেবার কোনো গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে খেলেছিলেন সুমিত নাগাল, প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিলেন রজার ফেদেরারকে। ২০১৯ সালের ইউএস ওপেনে প্রথম রাউন্ডের ওই ম্যাচে হারলেও প্রথম সেটটি জিতেছিলেন নাগাল। ভারতের পুরুষ টেনিসের সিঙ্গেলসের পরবর্তী তারকা ভাবা হচ্ছিল তাঁকে আগে থেকেই। তবে নাগাল হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। আজকের আগে গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে সর্বশেষ খেলেছিলেন ২০২১ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। সেটিও ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে। প্রথম রাউন্ডে হেরে যান, পরের তিন বছর কোনো গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে খেলারই সুযোগ পাননি। কখনো বাছাইপর্বে হেরেছেন, কখনো বাধা হয়ে এসেছে চোট। সেই নাগাল আজ ফিরিয়ে আনলেন ৩৫ বছরের পুরোনো স্মৃতি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ২৭ নম্বর ও টুর্নামেন্টের ৩১তম বাছাই কাজাখস্তানের আলেক্সান্ডার বুবলিককে সরাসরি সেটে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি ৬-৪, ৬-২, ৭-৬ (৭৫) গেমে। ১৯৮৯ সালের পর প্রথম কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে কোনো গ্র্যান্ড স্লামের বাছাই প্রতিপক্ষকে হারালেন ২৬ বছর বয়সী নাগাল। ভারতের ১ নম্বর ও বিশ্বের ১৩৭ নম্বর র‍্যাঙ্কিংয়ের সুমিত অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এবার এসেছেন বাছাইপর্ব পেরিয়েই।

সুমিতের আগে ভারতীয় কোনো খেলোয়াড়ের এমন কীর্তি ছিল রমেশ কৃষ্ণানের। ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেরই দ্বিতীয় রাউন্ডে সে সময়ের ১ নম্বর ম্যাটস ভিলান্ডারকে হারিয়েছিলেন কৃষ্ণান। তবে এ রেকর্ড ঠিক জানা ছিল না সুমিতের। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, '১০ মিনিট আগেও জানতাম না। অবশ্যই উপভোগ করছি। কারণ, এগুলো চিরস্থায়ী নয়, এর ফলে এমন মুহূর্ত উপভোগ করতে হবে।'

গত বছর নাগাল ভারতে ভাইরাল হয়েছিলেন ভিন্ন একটি কারণে। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে ৯০০ ইউরোর (১ লাখ ৭ হাজার টাকা) মতো আছে, পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে জীবনযাপনই কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর। আজকের জয়ের পর দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে যাওয়া সুমিত পাবেন ১ লাখ ৮০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ ৭৩ হাজার টাকা)। ২০২৩ সালের পুরো মৌসুমের আয় থেকেই এটি বেশি তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই নাগালকে আবেগ ছুঁয়ে যাচ্ছে, 'বছরটা শুরু হয়েছিল চ্যালেঞ্জারে (বাছাইপর্ব) সুযোগ না পেয়ে, সেখানে বৃহস্পতিবার স্লামে (দ্বিতীয় রাউন্ডে) খেলব আবেগঘন ব্যাপার। আমার দলের সঙ্গে অনেক খেটেছি এবং যেসবের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, সেগুলো সামলাতে পেরে আমি গর্বিত। যেভাবে চাই, সেভাবে পারফর্ম করতে পেরেও গর্বিত।'

টেনিসের স্বপ্নটা টিকিয়ে রাখতে ভারত থেকে জার্মানিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন নাগাল। মেলবোর্নে তাঁর সাফল্যের পর ভারতের টেনিস সংস্কৃতি বদলাবে বলেও আশা করেন তিনি, 'কেন সব টেনিস খেলোয়াড় ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে সুযোগ পেতে? আমাদের এই প্রশ্নটা তোলা উচিত। অবশ্যই সারা দিন বসে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তবে সহজ করে এককথায় বলতে বললে বলব সিস্টেম বদলান। আর কিছু নয়।'

বিশাল অঙ্কের প্রাইজমানির ব্যাপারটিও এখনো হজম হয়নি তাঁর, 'অবশ্যই কাঁদছি না, তবে অবশ্যই এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। জানেন তো, অ্যাথলেট হিসেবে এসবের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। মাঝেমধ্যে আপনার ভালো একটি বছর কাটবে, মাঝেমধ্যে বাজে কাটবে।'

ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মিয়ানমারের শহর দখলে নিয়েছে বিদ্রোহী আরাকান আর্মি

পালেতোয়া (ওয়েবডেস্ক)ঃ মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর হাত থেকে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এবং ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি শহরের দখল নেওয়ার দাবি করেছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি।

সামরিক জান্তাবিরোধী বড় তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অন্যতম এই আরাকান আর্মি। তাদের দখলে যাওয়া শহরটির নাম পালেতোয়া। এটি চিন রাজ্যে অবস্থিত।

এই গোষ্ঠীর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানানো হয়েছে, সমগ্র পালেতোয়া এলাকায় সামরিক বাহিনীর আর একটি ক্যাম্পও অবশিষ্ট নেই।

যদিও, সেনাবাহিনীর তরফে এখনও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

পালেতোয়া শহরের নিয়ন্ত্রণ কেন গুরুত্বপূর্ণ

অঞ্চলটি বাংলাদেশেরও নিকটবর্তী, দূরত্ব মাত্র ১৮ কিলোমিটার।

সীমান্ত লাগোয়া পালেতোয়ায় ভারতের অর্থায়নে কোটি কোটি ডলারের উন্নয়ন প্রকল্প চলমান। দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত করতে সেখানে বিনিয়োগ করেছে ভারত।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই পালেতোয়ার ঘটনাপ্রবাহের দিকে দিল্লির তীক্ষ্ণ নজর থাকবে।

এখানকার কালাদান নদীর বন্দরটিও এখন আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। ফলে, ভারতীয় সীমান্তে যাতায়াতের সড়ক ও নৌপরিবহনের নিয়ন্ত্রণও এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে চলে গেল।

সেই সাথে সামরিক সরঞ্জামসহ একটা ঘাঁটি পেয়ে যাওয়ায় এখান থেকে রাখাইন রাজ্যে আরও আক্রমণ পরিচালনা করতে পারবে তারা।

বিদ্রোহীদের কাছে রাখাইন রাজ্যের প্রধান শহরগুলোর যে কোনওটি হারানো জান্তার জন্য এক বড় আঘাত হবে।

তেমনই একটি শহর কায়াকদো, যেটির মধ্য দিয়ে রাজ্যের রাজধানী সিতওয়ে'র সাথে সারাদেশের সাথে যোগাযোগের মূল সড়ক পথটি গেছে।

আরাকান আর্মি যাতে কায়াকদোর দিকে অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য বিমান ও হেলিকপ্টার যোগে হামলা অব্যাহত রেখেছে সেনাবাহিনী।

মিয়ানমারের অনেকগুলো জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী আছে। আরাকান আর্মি বা এএ এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন কিন্তু সমরাস্ত্রের দিক থেকে সবচেয়ে সুসজ্জিত বাহিনী তাদের।

সেনাবাহিনীর সাথে তারা গত কয়েক বছর ধরে লড়াই চালিয়ে আসছে এবং এই সময়ে রাখাইন রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী চিন রাজ্যে নিজেদের অবস্থানকে সংহত করতে সমর্থ হয়েছে।

এমনকি সেনাবাহিনী ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা দখলের আগে থেকেই রাখাইনে তাদের ভিত মজবুত ছিলো।

দুই বছর আগে তারা দাবি করে, রাজ্যটির ৬০ শতাংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে।

কিন্তু, সেনা অভ্যুত্থানের সময় তারা যুদ্ধবিরতিতে ছিলো। আর সেনাবাহিনীও তাদের সাথে সংঘাতে যায়নি যাতে অন্য বিরোধীদের দমন করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

গত অক্টোবরে আরাকান আর্মি সামরিক বাহিনী বিরোধী সশস্ত্র জোট ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের অংশ হিসেবে ব্যাপকতর লড়াইয়ে যোগ দেয়ার ঘোষণা দেয়। তারা ইতোমধ্যেই দেশজুড়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর দৌরাত্ম্যে চাপে থাকা সেনাবাহিনীর ওপর সিরিজ আক্রমণ শুরু করে।

এরপর গত ১১ সপ্তাহে চীনের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অংশে জোটের হাতে পর্যুদস্ত হয় মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী।

সর্বশেষ গত শনিবার দেশের আরেকপ্রান্তে ভারত ঘেঁষা পালেতোয়া শহরের মিওয়া ঘাঁটির শেষ সেনাচৌকিটি দখলে নেয় এএ। ২০২০ সালে একবার এই ঘাঁটিই ৪২ দিনের টানা লড়াইয়ের পর দখল করতে ব্যর্থ হয় তারা।

আরাকান আর্মি কী চায়

তবে, আরাকান আর্মির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখনো স্পষ্ট নয়। তারা নিজেদের অর্জনকে আরও পোক্ত করতে পারে এবং আরও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারে।

তাদের ঘোষিত লক্ষ্য, ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একরকম স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন।

সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, যেটি সামরিক শাসনের বদলে নির্বাচিত সরকারের অধীনেই সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জন করা যাবে বলে তারা এখন মনে করছে বলে ধারণা পাওয়া যায়।

জান্তা আবার তার বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করে বহুমুখী আক্রমণের বিপরীতে লড়াই চালিয়ে যেতে কতটা উদ্যোগী হতে পারে সেটিই পালেতোয়ার পতনের পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে।

প্রোটিন সমৃদ্ধ চাল কি শরীরে মাছ মাংসের চাহিদা মেটাতে পারবে?

ঢাকা ঃ সুস্থভাবে বাঁচার জন্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রোটিন, অর্থাৎ আমিষ জাতীয় খাবার থাকাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের একটা দেশের সব মানুষ প্রতিদিন প্রোটিনের বন্দোবস্ত করতে পারে না।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভাত জনপ্রিয় হওয়ায় প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা। তারই অংশ হিসাবে ব্রি ধান ১০৭ ও ১০৮ নামের নতুন দুটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

অন্য ধানের তুলনায় এসব ধানে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তবে সেটা মানুষের শরীরের আমিষ প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে পুষ্টি বিজ্ঞানীদের।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) নতুন উদ্ভাবিত এই দু'টি জাতের ধানের একটি হলো ব্রি ধান ১০৭ ও অন্যটির নাম ব্রি ধান ১০৮।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, উভয় প্রজাতির ধান যেমন উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ, ঠিক তেমনি এগুলো উচ্চফলনশীলও। সেইসাথে, এই ধান থেকে চিকন এবং ঝরঝরে চাল হওয়ায় এগুলো বিদেশে রপ্তানিযোগ্য।

যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, তারা প্রতিদিন আমিষজাতীয় খাবার খেতে পারে না।

ব্রি ধান ১০৭

ব্রি ধান ১০৭ হলো উফশী বালাম জাতের বোরো মৌসুমের ধানের জাত। এই প্রজাতির ধান উদ্ভাবন করতে বিজ্ঞানীদের প্রায় সাত বছর লেগেছে।

এই ধানের জীবনকাল ১৪৮ থেকে ১৫০ দিন। এই ধানের দানার রং খড়ের মতো এবং চাল হলো বাসমতী এবং বালাম চালের মতো লম্বা এবং চিকন।

এছাড়া, পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৩ সে.মি.।

যখন এটি মাঠ পর্যায়ে চাষ করা হবে, তখন হেক্টরপ্রতি এই ধানের গড় ফলন হবে ৮ দশমিক ২ টন। তবে, উপযুক্ত পরিচর্যা করলে সর্বোচ্চ সাড়ে ৯ থেকে ১০ টন পর্যন্তও ফলন দিতে পারে ব্রি ধান ১০৭।

এই প্রজাতির ধানটি লবণাক্ত বা খরা এলাকা বাদে সারাদেশে চাষাবাদযোগ্য জানিয়ে ব্রি'র উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আবদুল কাদের বিবিসি বাংলাকে বলেন, সাধারণ চালে ৬ থেকে ৮ শতাংশ প্রোটিন এমনিতেই থাকে। কিন্তু এই ধানে ১০ দশমিক ০২ শতাংশ প্রোটিন আছ।

কেউ যদি তিনবেলা এই চালের ভাত খায়, তাহলে এটা দিয়ে তার শরীরের ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব বলে মনে করেন এই বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।

দৈনিক একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে ৫৮ গ্রাম প্রোটিন দরকার হয়। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক গরীব মানুষ আছে, যারা প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিন দুধ, ডিম, মাছ, মাংস খেতে পারে না। তাদের জন্য এই চাল খুবই উপযোগী। কারণ এতে দুই শতাংশের মতো বেশি প্রোটিন আছে।

ব্রি ধান ১০৮

ব্রি'র উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম মাসুদুজ্জামানের নেতৃত্বে 'ব্রি ধান ১০৮' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

এই প্রজাতির ধানটি অপেক্ষাকৃত খাটো বা ছোট চাল সেইসাথে, আবার চিকনও। এটার গড় ফলন হলো হেক্টরপ্রতি সাড়ে ৮ টন। কিন্তু, এটাও উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ১০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। চালটির আকার হবে জিরার মতো এবং এর ভাত হবে ঝরঝরে, সাদা রঙের। এতে প্রোটিনের মাত্রা ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। এটিও বোরো মৌসুমে উপকূল ও খরাপ্রবণ অঞ্চল বাদে সারা দেশে চাষযোগ্য।

গত প্রায় নয় বছর ধরে এই প্রজাতিটির জন্য গবেষণা করে হয়েছে জানিয়ে মি. কাদের বলেন, কেউ যদি তিনবেলা এই চালের ভাত খায়, তবে এখান থেকে তার দেহের ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে।

তিনি জানান, গাজীপুরে অবস্থিত ধান গবেষণাকেন্দ্রে এবং ব্রি'র ১১ টি আঞ্চলিক অফিসে অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার পর নতুন প্রজাতির এই ধান দু'টো কৃষকের হাতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

উচ্চ প্রোটিনসম্পৃদ্ধ ধান হওয়ায় এই ধানগুলো মানুষের দেহের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে ঠিকই। কিন্তু সেটা মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের বিকল্প হবে কিনা সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

মি. কাদের এ প্রসঙ্গে বলেন, ব্রি ধান ১০৭ এবং ১০৮'কে প্রোটিনের চাহিদা পূরণে বিকল্প বলা যাবে কিনা, আমি জানি না। তবে প্রোটিনের চাহিদা পূরণে যারা মাছ মাংস কিনে খেতে পারছে না, তাদের ক্ষেত্রে এটা ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। বিশেষ করে, যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে।

তবে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলছেন, চালের মধ্যে প্রোটিন থাকলেও তা আমিষজাত প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নাজমা শাহীনের মতে, চাল থেকে যে প্রোটিন পাওয়া যায়, তা মানবদেহে প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট না।

বাড়ন্ত বয়সের বাচ্চাদের গ্রোথের জন্য প্ল্যান্ট প্রোটিন (উদ্ভিজ আমিষ) পর্যাপ্ত না। বাচ্চাকে এনিমেল প্রোটিন (প্রাণীজ আমিষ) খেতেই হবে। প্রাণীজ আমিষ প্রাণীজ আমিষই, উদ্ভিজ আমিষ উদ্ভিজ আমিষই।

তিনি বলেন, চাল থেকে প্রাপ্ত আমিষ কখনো উদ্ভিজ আমিষের 'সাবস্টিটিউট' হতে পারে না।

এনিমেল প্রোটিনের ক্ষেত্রে যে ২০ টি অ্যামাইনো এসিড দিয়ে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, তা গ্রোথের জন্য যে মাত্রায় দরকার, সেটা উদ্ভিজ আমিষ দিয়ে সরবরাহ সম্ভব না। সেকারণেই গ্রোথের জন্য এনিমেল প্রোটিন লাগবে।

তিনি আরও বলেন, আমার শক্তির কত শতাংশ কোন খাত থেকে আসবে, সেটা তো গাইডলাইন করে দেয়া আছে। প্রতি কেজি ওজনের জন্য দশমিক ৮ গ্রাম প্রোটিন দরকার। সেক্ষেত্রে, যতটুকু প্রোটিন সে খাবে, তার ১০-২০ শতাংশ এনিমেল প্রোটিন থাকতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু ভাত বেশি খায়, তাই তাদের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদার অনেকটাই এখান থেকে পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু তারা মানসম্পন্ন প্রোটিন খাচ্ছে কিনা, সেটাই মূল প্রশ্ন হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন মিজ নাজমা।

ব্যাংলাদেশের মানুষের প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে সমস্যা নাই। আমাদের যে চাহিদা, ভাত বেশি খাওয়ায় সেটা এমনিতেও ফুলফিল হয়ে যায়। কিন্তু সেজন্য তো আমরা ভাত বেশি খাওয়াকে রিকমেন্ড করতে পারি না। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রোটিন কোয়ালিটি। কারণ, এনিমেল প্রোটিন এবং প্লান্ট প্রোটিনের কোয়ালিটি এক না।

প্লান্ট প্রোটিনের যে কোয়ালিটি, তাতে যে পরিমাণ অ্যামাইনো এসিড থাকার কথা, সেটা থাকে না। তাই, প্রোটিনের কোয়ালিটি এনং কোয়ান্টিটি, দু'টোই নিশ্চিত করতে হয়। প্রোটিন যদি পুওর কোয়ালিটির হয়, সেক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি ঠিক করেও কোনও লাভ নাই, যোগ করেন তিনি।

যখন কোনও ধানে প্রোটিনের পরিমাণ ৯ শতাংশের বেশি থাকে, তখন সেটিকে উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ধান হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই হিসেবে, বাংলাদেশে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ধানের উদ্ধাবন এটাই প্রথম না।

টুকরো খবর

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ৪০ শতাংশ চাকরিতে প্রভাব ফেলবে, পূর্বাভাস আইএমএফের

লন্ডন ঃ ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড বা আইএমএফের নতুন এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সব ধরণের চাকরির প্রায় ৪০ শতাংশকে প্রভাবিত করবে। আইএমএফ'এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেছেন, বেশির ভাগ পরিস্থিতিতে এআই সম্ভবত সামগ্রিকভাবে বৈষম্যকে আরো ভয়াবহ করবে। মিস জর্জিয়েভা আরো যোগ করেন, প্রযুক্তিকে প্রতিরোধ করতে নীতি নির্ধারকদের উচিত এই 'সংকটজনক প্রবণতা' নিয়ে আলোচনা করা। এআই'এর বিস্তারের সুবিধা এবং ঝুঁকিগুলোকে এর কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। আইএমএফ বলছে, এআই উন্নত অর্থনীতির একটা বৃহৎ অংশের চাকরিতে প্রভাব ফেলবে।এটা প্রায় ৬০ শতাংশের মতো। এর অর্ধেক ক্ষেত্রে, কর্মীরা এআই'এর একাগ্রতা থেকে সুবিধা পাওয়ার আশা করতে পারে, যা তাদের উৎপাদনশীলতাকে সমৃদ্ধ করবে। অন্য ভাবে বলা যায়, এআই'এর সে সব কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে যা এখন মানুষ করছে। এটা শ্রমের চাহিদা কমাতে পারে, মজুরিতে প্রভাব এবং এমনকি চাকরি চলে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটাতে পারে। এদিকে, আইএমএফের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, এই প্রযুক্তি স্বল্প আয়ের দেশে ২৬ শতাংশ চাকরিতে প্রভাব ফেলবে। এই প্রতিবেদন ২০২৩ সালে গোল্ডম্যান স্যাকসের একটা প্রতিবেদনের অনুরূপ। যাতে বলা হয়েছিলো, এআই তিনশ মিলিয়ন পূর্ণকালীন চাকরির সমান প্রতিস্থাপন করতে পারে। কিন্তু আরো বলা হয়েছে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন চাকরিও হতে পারে। এরই মধ্যে, নভেম্বরে ইউকের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, চাকরিতে এআই'এর প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ শিক্ষার যে সংস্কার হয়েছে তা দক্ষতার সংস্কারে আরো বেশি বৃদ্ধি করবে। মিস জর্জিয়েভা বলেছেন, বেশির ভাগ দেশের এআই এর সুবিধা ব্যবহারের মতো অবকাঠামো বা দক্ষ জনশক্তি নেই। সময়ের সাথে সাথে জাতিগুলোর মধ্যে এই প্রযুক্তি বৈষম্যকে আরো প্রকট করে তুলবে। আরো সাধারণভাবে বলা যায়, এআই প্রযুক্তি গ্রহণ করার পরে উচ্চ আয় এবং তরুণ কর্মীরা তাদের মজুরি অসমভাবে বৃদ্ধির বিষয়টি দেখতে পাবে। আইএমএফের বিশ্বাস, নিম্ন আয় এবং বৃদ্ধ কর্মীরা পেছনে পড়ে যাবেন এআই প্রযুক্তির কারণে। মিস জর্জিয়েভা বলেন, ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা জাল তৈরি করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মীদের জন্য আবার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা দেশগুলোর জন্য খুবই কঠিন। এটা করে আমরা এআইকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপে রূপান্তর করতে পারি, জীবিকা রক্ষা করতে পারি এবং বৈষম্যকে রোধ করতে পারি, বলেন মিস জর্জিয়েভা। সুইটজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের বৈঠকে যখন বৈশ্বিক ব্যবসা ও রাজনৈতিক নেতারা একত্র হয়েছেন তখনই আইএমএফের এই বিশ্লেষণ এলো। চ্যাটজিপিটির মতো অ্যাপ্লিকেশনের জনপ্রিয়তা বাড়ার পর এআই আলোচনায় আসে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি এই বর্ধিত নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হচ্ছে। গত মাসে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের কর্মকর্তারা এআই'এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের প্রথম আইনের একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছেছেন। চীন এআই'এর উপর বিশ্বের প্রথম জাতীয় বিধান প্রবর্তন করেছে, যার মধ্যে অ্যালগরিদমগুলি কীভাবে তৈরি এবং স্থাপন করা যেতে পারে সে সম্পর্কিত নিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রেসিডেন্ট বাইডেন অক্টোবরে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন, যা ডেভেলপারদের মার্কিন সরকারের সাথে এআই সম্পর্কিত সুরক্ষা ফলাফলগুলি শেয়ার করতে বাধ্য করে। পরের মাসে যুক্তরাজ্য একটি এআই সেফটি সামিটের আযোজন করেছিল, যেখানে প্রযুক্তির নিরাপদ উন্নয়নের বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্রে একাধিক দেশ স্বাক্ষর করেছিল। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে ওপেনএআই নামের একটি গবেষণা দল এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছিল, যেটি প্যারাগ্রাফের কয়েকটি মাত্র অর্থবহ টেক্সট লিখতে পারতো। এছাড়া এই সফটওয়্যার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু পড়ে মোটামুটি তা বুঝতে পারতো, কিছুটা বিশ্লেষণ করতে পারত। ওপেনএআই শুরুতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের তৈরি এই সফটওয়্যার, যেটির নাম তারা দিয়েছিল জিপিটিটু, সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করবে না। তাদের আশঙ্কা ছিল, লোকে এটি ব্যবহার করে খারাপ উদ্দেশ্য ব্যাপক হারে অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার চালাবে। তখন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ওপেনএআই'এর গবেষক দল বলেছিল, এটি খুব বেশি বিপজ্জনক। এরপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে। ওপেনএআই এর জিপিটিটু সীমিত কিছু ব্যবহারকারীর মধ্যে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন তারা জিপিটিথ্রি বাজারে ছাড়ল, সেটি তাৎক্ষণিকভাবে সবার ব্যবহারের জন্যই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সাংবাদিকরা এবং বিশেষজ্ঞরা যখন এই প্রোগ্রামিং এর চ্যাটবটজিপিটির সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তখন তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। চ্যাটবটজিপিটি ব্যবহার করে হাজার হাজার সংবাদ প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট লেখা হয়েছে। প্রয়াত কমেডিয়ান জর্জ কার্লিনের স্টাইলে এটিকে দিয়ে স্ট্যান্ডআপ কমেডি লেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক নিয়ে। এটি খ্রিস্টধর্ম তত্ত্ব সম্পর্কে মতামত দিয়েছে। কবিতা লিখেছে। পদার্থবিদ্যার কোয়াংটাম থিওরি বুঝিয়ে দিয়েছে শিশুকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অন্যান্য মডেল, যেমন ডালই এমন নিখুঁত ছবি তৈরি করেছে যে, এগুলো আর্ট ওয়েবসাইটে দেয়া উচিত কি না তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। মেশিনও এখন সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে, অন্তত খালি চোখে তাই মনে হবে। ওপেনএআই যখন তাদের সর্বশেষ সংস্করণ জিপিটিফোর চালু করে, তখন তারা বলেছিল, অপব্যবহার বন্ধের জন্য এটির ভেতরে নানা ব্যবস্থা করা আছে। প্রথম যারা এর গ্রাহক হয়েছে তাদের মধ্যে আছে মাইক্রোসফট, মার্কিন ব্যাংক মেরিল লিঞ্চ এবং আইসল্যান্ডের সরকার। সেখানে সব চেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা। আরতি প্রভাকর হোয়াইট হাউসের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক দফতরের পরিচালক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি দারুণ উৎসাহী। তবে এ নিয়ে তিনি একটা হুঁশিয়ারিও দিচ্ছেন। আমরা যা দেখছি, তা হলো অসম্ভব শক্তিশালী এক প্রযুক্তির আবির্ভাব। এটি সংক্রমণের পর্যায় মাত্র। ইতিহাসে সব সময় দেখা গেছে, এ ধরণের শক্তিশালী নতুন প্রযুক্তি ভালো এবং মন্দ - উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়, সম্মেলনে একটি প্যানেলে আলোচনায় অংশ নেওয়ার সময় বলছিলেন তিনি। তার প্যানেলের আরেকজন আলোচক অস্টিন কার্লসন হুঁশিয়ারিটা দিলেন একদম রাখঢাক না রেখে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে আপনি যদি আপনি হতবাক হয়ে না যান, আমি আপনাকে ডিনার খাওয়াবো, বলছিলেন সীডএআই নামে একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠাতা। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের নভেম্বরে তৈরি হওয়ার পর সারা বিশ্বেই এখন চ্যাটজিপিটি নিয়ে একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। শুধু তার পরের জানুয়ারি মাসেই বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি মানুষ চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
17:01:2024

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'ভোট সুষ্ঠু হয়নি, আমার কাছে প্রমাণ আছে'

ঢাকা ঃ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনিয়মের বিষয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার নিয়ে দৈনিক সমকালের প্রধান শিরোনাম 'ভোট সুষ্ঠু হয়নি, আমার কাছে প্রমাণ আছে'। এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের পরই দলটির মধ্যে এক ধরণের অস্থিরতা বিরাজ করছে। অভিযোগ উঠেছে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সরকারের কাছ থেকে টাকা পেয়েছে জাতীয় পার্টি। কিন্তু সেই টাকার প্রার্থীদের অনেকেই পান নি। অনেক প্রার্থী অভিযোগ করেছেন, এই টাকা ভাগ বাটোয়ারা হয়েছে জিএম কাদেরসহ শীর্ষ নেতাদের মধ্যে। এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের দাবি করেছেন, এই নির্বাচনে যে ২৬টি আসন নিয়ে সরকারের সাথে জাতীয় পার্টির সমঝোতা হয়েছে সেই আসনগুলো বাদে বাকি কোথাও ভোট সুষ্ঠু হয় নি।

রাখাইনে আরাকান আর্মির কব্জা রোহিঙ্গাদের জন্য কী অর্থ বহন করছে?

নেপিদো ঃ বেশ দ্রুত বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের পরিস্থিতি। সেখানে একের পর এক এলাকা দখল করে নিচ্ছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে জান্তা সরকার। এই পটভূমিতে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রাখাইনে আরাকান আর্মির শক্ত অবস্থান রোহিঙ্গা সমস্যার ক্ষেত্রে একটা 'উভয় সংকট' তৈরি করতে পারে।

প্রায় দেড় বছর আগে আরাকান আর্মির একজন মুখপাত্র অনলাইন বক্তব্যে দাবি করেছিলেন যে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তারা অন্যতম স্টেকহোল্ডার বা অংশীদার। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে রিপোর্টও হয়েছিল।

প্রশ্ন হলো ¯ আরকান আর্মি রাখাইন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিলে সেটি রোহিঙ্গা সংকটকে কোন দিকে নিয়ে যাবে?

বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি সম্প্রতি দখল করে নিয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা।

এই অঞ্চলটির নাম পালেতোয়া, যেটি মিয়ানমারের চিন রাজ্যে অবস্থান। এই জায়গাটির দূরত্ব বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটারের মতো।

মিয়ানমারের যে তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী সামরিক জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আরাকান আর্মি।

গত নভেম্বর মাসে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে বলেছেন, দেশটির শান রাজ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধ সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পুরো দেশই ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। এদিকে মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলে আরাকান আর্মির প্রভাব এখন বাড়তে শুরু করেছে। রাখাইন অঞ্চল থেকে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে আরো সাত বছর আগে। কিন্তু সেই সংকট সমাধানের কোন কূলকিনারা হচ্ছেনা।

রাখাইন অঞ্চলে আরাকান আর্মির কর্তৃত্ব যত বাড়বে ভূরাজনীতি তত বেশি জটিল হবার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ তাদের ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে, ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একরকম স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন।

রাখাইন অঞ্চলে জান্তা সরকারের কর্তৃত্ব দুর্বল করে আরাকান আর্মির প্রভাব বাড়তে থাকলে সেটি রোহিঙ্গা সংকটের জন্য 'শাঁখের করাত' হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন মনে করেন, রাখাইন অঞ্চলে জান্তা সরকারকে হটিয়ে দিয়ে আরাকান আর্মি যদি শক্ত অবস্থান নেয় তাহলে রোহিঙ্গা সংকটের জন্য ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যে কোনও কিছুই হতে পারে।

আরাকান আর্মি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার পুরনো নাম ছিল হারাকাহ আল'ইয়াকিন। অবশ্য আরাকান আর্মির রাজনৈতিক শাখা ইউনাইটেড লীগ অব আরাকান গঠিত হয় ২০০৯ সালে।

আরাকান আর্মি কখন সামরিক তৎপরতা শুরু করে সেটি নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে ধারণা করা হয় ২০১৫ সাল থেকে পালেতোয়া টাউনশিপ এলাকায় তাদের সামরিক তৎপরতা দেখা যায়।

সেনাবাহিনীর সাথে তারা গত কয়েক বছর ধরে লড়াই চালিয়ে আসছে এবং এই সময়ে রাখাইন রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী চিন রাজ্যে নিজেদের অবস্থানকে সংহত করতে সমর্থ হয়েছে।

এমনকি সেনাবাহিনী ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা দখলের আগে থেকেই রাখাইনে তাদের ভিত মজবুত ছিলো।

রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে তাদের তৎপরতা ছিল। আরাকান আর্মির তৎপরতা যেখানে রয়েছে সেখানে অধিকাংশ রোহিঙ্গা মুসলিম বসবাস করে। দুই বছর আগে তারা দাবি করে, রাজ্যটির ৬০ শতাংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে।

ব্রাসেলস-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ এর একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে আরাকান আর্মির নেতৃত্ব রোহিঙ্গাদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে।

আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের শত্রু হিসেবে দেখে না। যদিও 'রোহিঙ্গা' শব্দটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনা আরাকান আর্মি।

তবে পরিস্থিতি আরো জটিল হবার সম্ভাবনা বেশি দেখছেন এম সাখাওয়াত হোসেন। সে ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের কোন অগ্রগতি হবেনা।

রাখাইন অঞ্চলের মংডু এবং রথিডং থেকে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। সে সব এলাকায় আরাকান আর্মির সাথে সৈন্যদের সাথে মাঝে মধ্যেই সংঘাত চলছে।

পরিস্থিতি যেদিকে এগুচ্ছে তাতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি মোটেও ইতিবাচক কিছু নয় বলে মনে করেন মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম।

তিনি একসময় সিটোয়েতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মনে করেন, রোহিঙ্গা সংকটকে অনেকে অনেকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। সেটি আরাকান আর্মির দিক থেকেও হতে পারে আবার মিয়ানমার জান্তা সরকারের দিক থেকেও হতে পারে।

আরাকান আর্মি যদি রাখাইন অঞ্চলের একটি বড় অংশ দখলে নিয়েও আসে তাহলে তারা বলবে না যে এখন রোহিঙ্গারা চলে আসুক। বরং মিয়ানমার জান্তা বলবে যে এখানে রোহিঙ্গাদের ফিরে আসার পরিবেশ নেই, বলেন মি. ইসলাম।

তিনি মনে করেন, আরাকান আর্মি রাখাইন অঞ্চলে যতটুকু জায়গা দখল করেছে সেটি সাময়িক ব্যাপার এবং সেটি তারা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখতে পারবে না।

এর কারণ হচ্ছে মিয়ানমার আর্মির শক্তি বিদ্রোহীদের চেয়ে অনেক বেশি।

মিয়ানমারে যে কোনও ধরনের পরিবর্তন বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের উপর প্রভাব তৈরি করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না বলেও মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা গত কয়েক বছর ধরেই দৃশ্যমান। সেখানে একের পর এক হত্যাকাণ্ড হচ্ছে।

ক্যাম্পের বসবাসরত সাধারণ রোহিঙ্গাদের ভাষ্য হচ্ছে ¯ সেখানে বর্তমানে দুটি সশস্ত্র গোষ্ঠী রয়েছে। একটি হচ্ছে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি বা 'আরসা' এবং অপরটি হচ্ছে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন বা 'আরএসও'।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আরএসও'র সাথে আরাকান আর্মির সুসম্পর্ক আছে। অন্যদিকে আরসাকে মনে করা হয় আরাকান আর্মির বিরোধী শক্তি।

রাখাইন অঞ্চলে আরাকান আর্মির প্রভাব বাড়লে সেটি আরএসওকে শক্তিশালী করবে। ফলে আরসার সাথে তাদের সংঘাত আরো বাড়বে বলে আশংকা করছেন অনেকে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে আরসা ও আরএসও'র তৎপরতা এখন আর অজানা বিষয় নয়। দুই বছর আগে বাংলাদেশের পুলিশ দাবি করেছিলে যে আরসা'র প্রধান মোহাম্মদ আতাউল্লাহর ভাইকে উখিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীর ভাষ্য অনুযায়ী গত ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আরসা ও আরএসওর মধ্যে গোলাগুলিতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে।

মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম মনে করেন, সশস্ত্র সংগঠন 'আরসা' মিয়ানমার জান্তা সরকারের হয়ে কাজ করে। সেজন্য ক্যাম্পগুলোতে তারা কোনভাবেই আরএসওকে স্থান দেবেনা।

জটিল হচ্ছে ভূরাজনীতি

আরাকান আর্মির প্রতি ভারতের কোন সমর্থন নেই। তবে তাদের প্রতি চীনের সমর্থন আছে বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা।সীমান্ত লাগোয়া পালেতোয়ায় ভারতের অর্থায়নে কোটি কোটি ডলারের উন্নয়ন প্রকল্প চলমান। দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত করতে সেখানে বিনিয়োগ করেছে ভারত।

আরাকান আর্মি যে জায়গাটি দখল করে নিয়েছে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আরাকান আর্মি যেসব জায়গা দখল করছে সেগুলো ভারতের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে যাচ্ছে না, বলেন এম সাখাওয়াত হোসেন।

রাখাইন রাজ্যে চীনের গভীর সমুদ্র বন্দর ও গ্যাস পাইপলাইনসহ বড় অংকের বিনিয়োগ রয়েছে।

রাখাইন অঞ্চলে চীন তার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে চাইলে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাথে এক ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে ভারত এবং চীনের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে সেটির উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে বলে মনে করেন মি, হোসেন।

আরাকান আর্মি এখনও পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় যতগুলো আক্রমণ করেছে সেগুলো সবই ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে, চীনের বিরুদ্ধে নয়।

মেজর এমদাদুল ইসলাম বলছেন, এখন মিয়ানমারের পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে সেটি অনেকটাই নীর্ভর করছে চীনের দৃষ্টিভিঙ্গর ওপর।

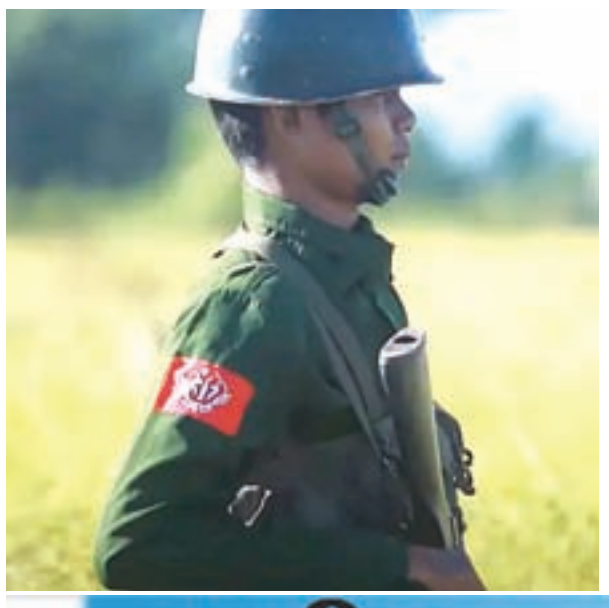

ইরাকে ইসরায়েলি গোয়েন্দা দপ্তরে ইরানের মিসাইল হামলা

কুর্দিস্তান ঃ ইরাকের আধা স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সদর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র ইরানের রেভ্যুলশনারি গার্ডস (আইআরজিসি) হামলা চালিয়েছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে।

সোমবার রাতে এই ঘটনার পর এর দায় স্বীকার করেছে আইআরজিসি।

একই সাথে ইরানের এই এলিট ফোর্স সিরিয়ায় আইএস'র বিরুদ্ধেও হামলা চালিয়েছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।

ইরাকের উত্তরের ইরবিলের কাছে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। এই হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র নিন্দা ও উদ্বেগ জানিয়েছে।

হামলায় চারজন নিহত ও ছয়জন আহত হওয়ার খবর দিচ্ছে ইরাকের কুর্দিস্তান নিরাপত্তা পরিষদ।

গত বছরের সাতই অক্টোবর থেকে গাঁজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ক্রমবর্ধমান সংকটের মধ্যেই হামলার এই ঘটনাটি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউজের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন জানান, ''আমরা পরিস্থিতি মূল্যায়ন চালিয়ে যাবো। তবে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এই হামলাটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত।''

ইরান রেভুলেশ্যনারি গার্ড তাদের বিবৃতিতে বলেছে, 'জায়োনিস্টদের সাম্প্রতিক নৃশংসতা, রেভুলেশ্যনারি গার্ডস ও অ্যাক্সিস কমান্ডারদের হত্যার কারণে ইরাকের কুর্দি অঞ্চলে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তর এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।'

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানাচ্ছে, তারা ইরানের সংবাদ সংস্থার পুরো প্রতিবেদনটি যাচাই করতে পারেনি। মন্তব্যের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তা সম্ভব হয় নি বলেও জানিয়েছে রয়টার্স।

গত মাসে সিরিয়ায় বিমান হামলা চালিয়ে ইরানের এই এলিট ফোর্সের তিন কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগ ছিলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। সেই সময়ই ওই ঘটনায় প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল ইরান।

ইরানের রেভ্যুলশনারি গার্ডসের (আইআরজিসি) বিবৃতিতে বলা হচ্ছে, আমরা আমাদের জাতিকে আশ্বস্ত করছি, শহিদদের রক্তের শেষ বিন্দুর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত গার্ডসদের এই সশস্ত্র অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এতে আরও বলা হয়, 'এই হামলা সাম্প্রতিক ইহুদি বাদী শাসকের নৃশংসতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে করা হয়েছে'।

মার্কিন কনস্যুলেটের কাছে একটি আবাসিক এলাকায় কুর্দিস্তানের রাজধানী ইরবিলের উত্তরপূর্বে হামলার পাশাপাশি সিরিয়াতেও বেশ কয়েকটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। বিপ্লবী গার্ডস বলেছে, সিরিয়ায় আইএসকে লক্ষ্য করে তারা এসব হামলা চালিয়েছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে ইরানের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় কেরমান শহরে দুটি বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে আইএস। ওই বিস্ফোরণে প্রায় ১০০ জন নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছিল।

হোয়াইট হাউজের বিবৃতিতে বলা হচ্ছে, আমরা নজরে রেখেছে যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো উত্তর ইরাক এবং উত্তর সিরিয়ায় আঘাত হেনেছে। তবে কোনও মার্কিন কর্মী বা স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি।

ইরাকি কুর্দি প্রধানমন্ত্রী মাসরুর বারজানি ইরবিলের এই হামলাকে কুর্দি জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেও নিন্দা জানিয়েছে।

ইরাকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিভাগ জানাচ্ছে, হামলায় নিহতদের মধ্যে কুর্দি ব্যবসায়ী পেশরাউ দিজাই এবং তার পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যও রয়েছেন। তাদের বাড়িতে একটি রকেট বিধ্বস্তের ঘটনায় তারা নিহত হয়েছেন বলেও তথ্য দিচ্ছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো।

ইরাকের নিরাপত্তা সূত্রগুলো বলছে, এই হামলার সময় ইরাবিল বিমানবন্দরের বিমান চলাচল বন্ধ ছিল।

ইরান এর আগেও বেশ কয়েকবার ইরাকের কুর্দি অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে। দেশটির দাবি, ওই এলাকা ইরানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর পাশাপাশি চিরশত্রু ইসরায়েলের এজেন্টদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।